NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বিজয়ের

দ্বিতীয় মেয়াদেও হিমন্তই নেতা ৭

কলকাতা ১১ মে ২০২৬ ২৭ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.05.2026, Vol.19, Issue No. 328, 8 Pages, Price 3.00

জ্বালানির ব্যবহারে সংযমের ডাক মোদীর

হায়দরাবাদ, ১০ মে: পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবার দেশবাসীকে সংযমী হতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পণ্যগুলির ক্ষেত্রে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশে পেট্রোপণ্যের চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানি করতে হয় অন্য দেশ থেকে। এই ধরনের আমদানিকৃত পণ্যের অপচয় না-করার জন্য দেশবাসীর কাছে আর্জি জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এতে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া সংকটময় পরিস্থিতির বিরূপ প্রভাব আটকাতেও সুবিধা হবে দেশের।

বর্তমান সময়ে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস; এই সব জিনিস অত্যন্ত সংযমী হয়ে ব্যবহার করতে হবে। যে সব জ্বালানি পণ্য আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি, সেই গুলি যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

রবিবার হায়দরাবাদে এক সরকারি কর্মসূচিতে বক্তৃতা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বক্তৃতামঞ্চ থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে তেলঙ্গানায় প্রায় ৯,৪০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি। কংগ্রেসশাসিত তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিও ছিলেন ওই মঞ্চে। সেখানে বক্তৃতার সময়েই পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা এবং পেট্রোপণ্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান সময়ে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস; এই সব জিনিস অত্যন্ত সংযমী হয়ে ব্যবহার করতে হবে। যে সব জ্বালানি পণ্য আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি, সেই গুলি যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। এতে বিদেশি মুদ্রারও সাশ্রয় হবে এবং যুদ্ধের সঙ্কটের বিরূপ প্রভাবকেও কমানো যাবে।'

৬ নয়া মন্ত্রী

■ ২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখেই উত্তরপ্রদেশে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের পথে হাঁটল যোগী আদিত্যনাথ সরকার। রবিবার লখনউয়ে শপথ নিলেন ছয় নতুন মন্ত্রী। একই সঙ্গে দু'জন প্রতিমন্ত্রীর পদোন্নতিও হয়েছে। নতুন মুখ বাছাইয়ে সামাজিক ভারসাম্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে শাসক দল। ব্রাহ্মণ, অনগ্রসর ও দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সামনে এনে বিজেপি স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইল, সমাজের বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়েই তারা আগামী দিনের রাজনৈতিক রূপরেখা তৈরি করছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সম্প্রসারণ শুধু প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়; সংগঠন ও জনভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করাই এর মূল লক্ষ্য। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ভূপেন্দ্র চৌধুরীর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি সেই ইঙ্গিতই আরও স্পষ্ট করেছে।

ঘরের ছেলে মুখ্যমন্ত্রী। কাঁথির শান্তিকুঞ্জে ব্যারিকেডহীন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে উচ্ছ্বাসে ভাসা জনতার মাঝে শুভেন্দু অধিকারী।

বেঙ্গালুরুতেও মোদী-কণ্ঠে বাংলার সাফল্যের কাহিনি

বেঙ্গালুরু, ১০ মে: একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সদ্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে ২০৭ আসনে জয়ী হয়েছে পদ্মশিবির। বেঙ্গালুরুতে গিয়েও বাংলায় বিজেপির সাফল্যের কাহিনি শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কণ্ঠে। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ১০ বছর আগে আমাদের মাত্র তিন জন বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু আজ সেখানে ২০০ জনের বেশি বিধায়ক নিয়ে দল ক্ষমতায় এসেছে।'

রবিবার বেঙ্গালুরুর এক সভামঞ্চ থেকে একের পর এক রাজ্যে বিজেপি এবং এনডিএ-র সাফল্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরছিলেন। সেখানেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাফল্যের প্রসঙ্গ শোনা যায় মোদীর কণ্ঠে। প্রসঙ্গত, শনিবারই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। মঞ্চ থেকে তিনি বাংলার 'জনশক্তি'কে নতমস্তকে প্রণাম জানিয়ে বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। কী ভাবে কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, পুদুচেরিতে পদ্মের শক্তি বেড়েছে, সেই কাহিনিও শোনান প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, 'কর্নাটকে বিজেপির খুব বেশি শক্তি ছিল না। কিন্তু এখন বিজেপি সেখানে শক্তিশালী দল হিসাবে উঠে এসেছে। তিনি আরও বলেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশেও এনডিএ সরকার। তেলঙ্গানায় বিজেপি নম্বর টু। পুদুচেরিতে দ্বিতীয় বার বিজেপি, এনডিএ-র সরকার হয়েছে।'

কী ভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পদ্মশিবির শক্তিশালী হচ্ছে, কী ভাবে দেশের একের পর এক রাজ্যে গেরুয়া ঝড় উঠছে, সেই প্রসঙ্গ টেনে সদ্যসমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, যে রাজ্যে বিজেপির মাত্র তিন জন বিধায়ক ছিলেন, সেই রাজ্য ১০ বছর পর দুশোর বেশি বিধায়ক দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে বিজেপিকে। তামিলনাড়ুর প্রসঙ্গও উঠে আসে মোদীর কণ্ঠে। সেখানে সরকার গঠন নিয়ে যে টালমাটাল পরিস্থিতি গত কয়েক দিন ধরে চলেছে, সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। মোদীর কথায়, 'তামিলনাড়ুর অবস্থা দেখুন, ফল ঘোষণার পরেও সেখানে সরকার গঠন হচ্ছিল না।' কেরলে সরকার বানানো নিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষও করেন মোদী।

উদ্ধার বিস্ফোরক, গ্রেপ্তার এক

বেঙ্গালুরু, ১০ মে: বেঙ্গালুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাস্থলের তিন কিলোমিটারের মধ্যে বিস্ফোরক উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার বেঙ্গালুরু কাগালিপুরার নিকটবর্তী একটি আশ্রমের কাছে বিস্ফোরকগুলি পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। এক সন্দেহভাজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার বেঙ্গালুরুতে একাধিক কর্মসূচি ছিল মোদীর। রবিবার সকালে নিয়মিত পরীক্ষার সময় ফুটপাথের পাশ থেকে দু'টি জিলেটিন স্টিক পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকা-সহ সভাস্থলের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয় কয়েক গুণ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বম্ব স্কোয়াড এবং ফরেনসিক দল। পুলিশ এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে। তবে এর নেপথ্যে কেউ বা কোনও চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রবিবার সকালে ধৃতই থানায় ফোন করে জানিয়েছিলেন, হ্যাল বিমানবন্দর এবং আর্ট অফ লিভিং সেন্টারের কাছে বিস্ফোরক রয়েছে। ওই আর্ট অফ লিভিংয়েই মোদীর সভা ছিল। খবর পাওয়ামাত্রই ওই দুই জায়গায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। তল্লাশির সময় হ্যাল বিমানবন্দর চত্বরে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। তবে মোদীর সভাস্থল থেকে কিছুটা দূরে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। তার পরেই যিনি ফোনে পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন, কোরামাঙ্গালার এলাকায় তাঁর বাড়ি থেকে প্রথমে তাঁকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি নয়, অবারিত শান্তিকুঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি, অথচ কাঁথির শান্তিকুঞ্জের সামনে নেই নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি। শপথের রাতেই কাঁথিতে ফিরেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তার আগেই স্থানীয় প্রশাসন বাড়ির সামনে গার্ডরেল বসিয়েছিল। কিন্তু অধিকারী পরিবারের অনুরোধে সেই বেষ্টনী সরিয়ে নেওয়া হয়। বার্তা স্পষ্ট; নিরাপত্তার কড়াকড়িতে যেন সাধারণ মানুষের অসুবিধা না হয়।

৯ মে ব্রিগেডে পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু। রাজ্যে প্রথমবার সরকার গড়েছে বিজেপি। শপথের পর সমস্ত কর্মসূচি সেরে রাতেই কাঁথির বাড়িতে পৌঁছন তিনি। তখন থেকেই শান্তিকুঞ্জের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন কর্মী-সমর্থকরা।

পদ্মফুলের মালা, ফুল হাতে কাঁথির শান্তিকুঞ্জের সামনে অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই। এক বার চোখের দেখা দেখবেন বুবাইকে (শুভেন্দু অধিকারীর ডাকনাম)। হতাশ করেননি বুবাই। মাঝরাতে যখন পৌঁছে যান শান্তিকুঞ্জে, এলাকায় তখন একটাই স্লোগান, 'বুবাইদা জিন্দাবাদ'। পুরনো মেজাজে গাড়ি থেকে নেমে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। তাঁদের বুবাইকে পেয়ে খুশি প্রতিবেশীরাও।

রবিবার সকালেও শান্তিকুঞ্জের সামনে দেখা গেল ভিড়। ফুলের স্তবক হাতে জড়ো হয়েছেন বহু মানুষ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে আসতে কোনও কড়া তল্লাশি পেরোতে হয়নি কাউকে। রাস্তায় স্বাভাবিক চলাচল করছে গাড়ি, বাইক, সাইকেল। পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করছেন স্থানীয়রা। সাধারণত মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘিরে থাকে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা। এখানে তার উল্টো ছবি। এই খোলামেলা পরিবেশকেই অনেকে দেখছেন নতুন সরকারের ভিন্ন বার্তা হিসেবে। শপথের পর প্রথম দিন থেকেই মানুষের সঙ্গে দূরত্ব কমানোর ইঙ্গিত দিল শান্তিকুঞ্জ।

নবান্নে আজ জরুরি বৈঠকে নয়া মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ব্রিগেডে শপথের পর ময়দানে পূর্ত দপ্তরের তাঁবুতে প্রাথমিক আলোচনা সেরেছেন। এবার নবান্নে পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিকেল পাঁচটায় নবান্ন সভাঘরে হবে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে একাধিক রোডম্যাপ উঠে আসতে পারে সেখানে। বৈঠকে ডাকা হয়েছে রাজ্য পুলিশের সব শীর্ষকর্তাকে। হাজির থাকবেন জেলার পুলিশ সুপার, কমিশনারেটের কমিশনার, রেল পুলিশের প্রধানরা, ডিআইজি, আইজি ও এডিজি পদমর্যাদার আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, জেলাস্তরের পরিস্থিতি সরাসরি জানতে চাইবেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোট-পরবর্তী হিংসা, আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ; তিনটি বিষয়ই থাকবে আলোচনায়।

সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশাসনিক কাজ শুরু করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নের ১৪ তলার ক্যাবিনেট রুমে বসবে নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক। সূত্রের খবর, সোমবার সকাল ১১টায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেওয়া হবে। তার পরেই শুরু হবে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক। শনিবারই শুভেন্দু জানিয়েছেন, সোমবার পাঁচ মন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করা হবে। প্রথম বৈঠকেই বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু, 'অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার' প্রকল্প, রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়াও সোমবার সারাদিন বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, জেলাশাসক এবং পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক কাজের গতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। নতুন নির্বাচিত বিজেপি বিধায়কদেরও ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য জানানো হয়েছে। নবান্ন সভাঘরে জেলাশাসকদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁরাও উপস্থিত থাকবেন বলে সূত্রের দাবি। নতুন সরকারের প্রশাসনিক অগ্রাধিকার এবং কাজের রূপরেখা স্পষ্ট করতেই এই বৈঠকগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই বৈঠক থেকে বড় সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

সোমবারের প্রশাসনিক বৈঠকের আগে রবিবার দুপুর থেকেই নবান্ন চত্বরে ছিল অস্বাভাবিক তৎপরতা। কলকাতা ও হাওড়ার দুই নগরপাল একসঙ্গে পৌঁছে খুঁটিয়ে দেখলেন রাজ্যের প্রশাসনিক স্নায়ুকেন্দ্রের নিরাপত্তা বলয়। শুধু প্রবেশপথ নয়, বৈঠককক্ষ থেকে করিডর; কোথাও যেন ফাঁক না থাকে, সেই প্রস্তুতিই ছিল নজরে। পুলিশ সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম দফার উচ্চপর্যায়ের বৈঠককে ঘিরে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। তাই কাগুজে পরিকল্পনার বদলে বাস্তব পরিস্থিতি যাচাইয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। কোন পথে যাতায়াত হবে, কোন স্তরে নজরদারি বাড়বে, জরুরি পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেওয়া হবে; সেই সব খুঁটিনাটি নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকও করেন শীর্ষ কর্তারা।

অন্য দিকে, মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার পর শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করল রাজ্য প্রশাসন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার পর তাঁর চারপাশে তৈরি হচ্ছে নজিরবিহীন দ্বিস্তর সুরক্ষা বলয়; একদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অন্যদিকে রাজ্য পুলিশ। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত কেবল প্রোটোকলের প্রশ্ন নয়; এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সাম্প্রতিক অস্থিরতার ছায়াও। বিরোধী শিবিরে থাকার সময় রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা এড়িয়ে চলতেন শুভেন্দু। কিন্তু প্রশাসনের শীর্ষে পৌঁছনোর পর বাস্তবতা বদলেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক আপ্তসহায়ক হত্যাকাণ্ডের পর নবান্ন কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তবে নিরাপত্তার কড়াকড়ির মাঝেও মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। অতিরিক্ত প্রদর্শন নয়, বরং অদৃশ্য কিন্তু কার্যকর নজরদারির দিকেই ঝুঁকছে নতুন ছক।

৪৮৩৪ কোটি

■ শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ মিটতে না মিটতেই দিল্লি থেকে এল বড় বার্তা। রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করল কেন্দ্র। শনিবার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর রবিবার সকালেই অর্থমন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি

পৌঁছল নবান্নে। নবান্ন সূত্রের খবর, এই অর্থ মূলত রাস্তা, সেচ, গ্রামীণ পরিকাঠামো ও ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ জল পৌঁছনোর কাজে খরচ হবে। অগ্রাধিকার পাবে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবন। আটকে থাকা সেতু, হাইওয়ে ও গ্রামীণ রাস্তার কাজ শেষ করতে এই টাকা ব্যবহার হবে। ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষার কাঠামো আধুনিক করতেও বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

'মমতাকে রাহুলের কাছেই হাতজোড় করতে হবে'

খোঁচা অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর কংগ্রেস, বাম এবং অতিবামকে একমঞ্চ থেকে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদনে কটাক্ষ করেছে রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব। এবার খোঁচা দিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অধীর চৌধুরীও। তাঁর দাবি, নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কংগ্রেসের কাছে 'হাতজোড়' করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই 'দিদি'র। তিনি দেখতে চান, মমতা হাতজোড় করছেন কংগ্রেসের কাছে। ক্ষমতা হারানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃহত্তর জোটের ডাককে 'হতাশার আর্তনাদ' বলে উড়িয়ে দিলেন অধীর চৌধুরী। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেসের এই নেতা স্পষ্ট বললেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরকে শেষ করেছে তৃণমূল। এখন বিপদে পড়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' ডাকছেন দিদি।'

সাংবাদিক বৈঠকে অধীর টিপ্পনী, 'বিকেল ৪টে থেকে ৬টার মধ্যে ওঁর বাড়িতে কারা দেখা করতে যাচ্ছেন, সেটা আমরা দেখতে চাই। তা হলে বোঝা যাবে বাংলার মানুষ তাঁকে আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে এখনও স্বীকৃতি দিচ্ছেন কি না।' তাঁর তির, 'রাজনৈতিক সততা থাকলে আগে রাহুল গান্ধিকে ইন্ডিয়া জোটের নেতা মানুন।' ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন, 'টিকে থাকতে হলে মমতাকে রাহুলের কাছেই হাতজোড় করতে হবে।' তোপ দাগলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। দাবি, তাঁর বাড়ি এখন 'জাদুঘর', লোকে বিনা টিকিটে দেখতে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে মমতার বাড়িরও একই হাল হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে নতুন বিজেপি সরকারকেও সতর্ক করেছেন অধীর। বললেন, 'প্রতিশ্রুতি না রাখলে জনগণ ওদেরও সরাতে দেরি করবে না।'

মমতার জোটের ডাকের জবাবে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম শনিবারই সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো।' সুর আরও চড়িয়ে সুজন চক্রবর্তীর সোজা কথা, 'বাংলায় বিজেপিকে সামনে এনে লড়াইয়ের কথা কে বলেছিলেন? সঙ্ঘ-বিজেপির বিরোধিতায় মমতার কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।' বাম নেতার দাবি, মানুষকে একজোট করে বিজেপিকে রুখবে বামপন্থীরাই।

ইউপিআই পেমেন্টেই জট খুলছে রথ-রহস্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটা ডিজিটাল লেনদেনেই খুলে দিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের জট। ৬ মে মধ্যমগ্রামের দোহারিয়ায় গুলি করে হত্যার ঘটনায় এখন বালি টোলপ্লাজাই তদন্তকারীদের তুরুপের তাস। গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে বড় সূত্র। খুনে ব্যবহৃত নিসান মাইক্রা গাড়িটি অপারেশনের আগে বালি টোলপ্লাজা পেরিয়েছিল। টোল মেটাতে নগদ নয়, ব্যবহার করা হয় ইউপিআই। সেই লেনদেন ধরেই অভিযুক্তের পরিচয় ও ফোন নম্বর পেয়েছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজেও ধরা পড়েছে গাড়ি ও আরোহীদের ছবি। ডিজিটাল ছাপ আর ছবি মিলিয়ে দ্রুত এগোচ্ছে তদন্ত। ইউপিআই সূত্র ধরে ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশে পৌঁছেছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল। শুটারদের ধরতে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে। ডিজিটাল যুগে অপরাধীরাও পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছে। আর সেই ছাপই এখন পুলিশের হাতিয়ার।

পুলিশের অনুমান, গাড়িটি ঝাড়খণ্ড থেকে আনা হয়েছিল। অত্যন্ত পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডের পর আততায়ীরা বাইকে চেপে পেয়ারাবাগানের গলিপথে গা ঢাকা দেয়। রাতের অন্ধকার আর অচল সিসিটিভি কাজে লাগিয়েছে তারা। অনেক জায়গায় ক্যামেরার মুখ ঘোরানো, কোথাও যন্ত্রই বিকল। নতুন সন্দেহ তৈরি করেছে একটি লালগাড়ি। ফুটেজে দেখা গেছে, বিরাটি মোড় থেকে চন্দ্রনাথের স্করপিওর পিছনেই চলছিল সেটি। দোহারিয়া পর্যন্ত অনুসরণের ছবি স্পষ্ট। সেই গাড়ির খোঁজে তল্লাশি চলছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 19/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 7949 নং এফিডেভিড বলে আমি Mst Farjiya Khatun W/o. Sekh Sahajad, R/o. Hazipur, Dhaniakhali, Hooghly-712302, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B/2024/1391458) ও আধার কার্ডে (XXXX XXXX 5643) আমার কন্যার সঠিক নাম Sadiya Khatun-এর পরিবর্তে Sekh Sadiya লিপিবদ্ধ আছে। এই এফিডেভিট বলে আমার কন্যার সকল ডকুমেন্টে আমার কন্যার নাম সংশোধন করিয়া Sadiya Khatun করিতে চাই। আমার কন্যা Sadiya Khatun ও Sekh Sadiya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

বিজ্ঞপ্তি

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি, সোহিনী চক্রবর্ত্তী, পিতা- ৺প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, নিবাস ২২/বি, নেতাজী সুভাষ রোড, নবগ্রাম, হুগলী-৭১২২৪৬, দাগ নং-৩৬, খতিয়ান নং. ৮১০, মৌজা-কোন্নগর, জে.এল. নং.-৭, তৌজি নং. ৩৮৭৬। উপরি উল্লিখিত ঠিকানায় অবস্থিত আমার বাড়ির দলিলটি **যাহার নং. ২৯৩৪, সাল ৩০.০৪.১৯৯২, জমির পরিমান ৫ কাঠা ৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট,** যাহা গত ০৫.০৩.২০২৬ তারিখে আমার বাড়ির জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করার সময় আমার অজান্তে নবগ্রাম বিবেকানন্দ রোড-এ পড়ে যায়। উক্ত বিষয়ে গত ১৪.০৩.২০২৬ তারিখে উত্তরপাড়া থানার কানাইপুর বিট হাউসে একটি সাধারন ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে, **যাহার জিডিই নং. ৩৩৩**। উক্ত দলিলটি কোন ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা হয়নি। যদি উক্ত দলিলটি কেউ পেয়ে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে তা আমাকে ফেরত দিন অথবা জানান অথবা যদি কোন দাবি থাকে, তাহলে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দায়ের করতে পারেন, অন্যথায় এই ধরনের কোনও দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

সোহিনী চক্রবর্ত্তী
দলিল মালিক
মোবাইল ঃ ৮৭৭৭০৫২৩৪৭

সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে জানানো যাইতেছে যে, তিনটি মূল হস্তান্তর দলিল- যথা **১.** এস.আর. ব্যারাকপুর-এ যথাযথভাবে **২৩.০৫.১৯৬২** তারিখে নিবন্ধিত দলিল যাহার বুক নং.-।, ভ্যলুম নং.- ৩৭, পৃষ্ঠা ২৩০ থেকে ২৩২, **বিয়িং নং-৩২০০, সাল ১৯৬২,** ২. এস.আর. ব্যারাকপুর-এ যথাযথভাবে ২৫.০৭.১৯৬২ তারিখে নিবন্ধিত দলিল যাহার বুক নং.-।, ভ্যলুম নং.- ৪৯, পৃষ্ঠা ১০০ থেকে ১০৩, **বিয়িং নং- ৪২৫৪, সাল ১৯৬২, ৩.** এস.আর. ব্যারাকপুর-এ যথাযথভাবে ৩১.০৭.১৯৬৪ তারিখে নিবন্ধিত দলিল যাহার বুক নং.-।, ভ্যলুম নং.- ২০, পৃষ্ঠা ৬৩ থেকে ৬৫, **বিয়িং নং-১৩২২, সাল ১৯৬৩, জমির পরিমান প্রায় ৪ কাঠা ৪ ছটাক ৯ ব.ফু.** যাহা অবস্থিত রয়েছে **মৌজা-নাটাগড়,** জে.এল. নং-১৫, রে. সু. নং-১০১, তৌজি নং-১৫৫, **আর.এস ও এল.আর. দাগ নং.-১৯৭৭** অধীন আর.এস. খতিয়ান নং-৫৬২, ১৩৭০, অংশীভূত এল.আর. খতিয়ান নং-৩২৯৩, হোল্ডিং নং-৫৫৮, নাটাগড় মেন রোড, ওয়ার্ড নং-৩৩, থানা-খড়দহ (বর্তমানে ঘোলা), পানিহাটি পৌরসভার অধীনস্থ এবং এ.ডি.এস.আর.ও. সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত জমি সম্পর্কিত দলিলসমূহ হারাইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত দলিলসমূহ হারাইয়া গিয়াছে অথবা স্থানচ্যুত হইয়াছে। এই বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি যাহার **জি.ডি.ই. নং. -৩৯৪** দায়ের করা হইয়াছে কলকাতা জোড়াবাগান থানায় **০৬.০৫.২০২৬** তারিখে আমার মক্কেল **'প্রতি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড'**-এর ডিরেক্টর **পঙ্কজ রাই**-এর তরফে। উল্লিখিত দলিলটি কোনো ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখা ছিল না। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তা অনুগ্রহপূর্বক ফেরত দিন অথবা আমাদের অবহিত করুন কিংবা দলিলের ওপর যদি কারো কোনো দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের নিকট সেই দাবি পেশ করতে পারেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পেশ করতে ব্যর্থ হলে, পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত কোনো দাবিই আর গ্রহণ করা হবে না।

Ritu Hela
Advocate
Barrackpore Court
Mob. No.: 9748856804

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি পারমিতা মুদলী, এ্যাডভোকেট, তমলুক জেলা জজ আদালত, পোঃ ও থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমার মক্কেল বলিকালুয়া গ্রাম কমিটির পক্ষে সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্র মুদলী, পিতা- ৺নকুল মুদলী ও সভাপতি তুষার কান্তি ভৌমিক, পিতা- ৺নারায়ন ভৌমিক, গ্রাম-বলিকালুয়া, পোঃ-ডিমারীহাট, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এর বাসিন্দা হইতেছেন। আমার মক্কেল বলিকালুয়া মৌজা, জে.এল. নং-৯৩, হাল ৩২৪ নং খতিয়ান ভুক্ত, এল.আর. ৩৮৮ দাগে ০৮.২২৫ ডেসিমল সম্পত্তি ইং ২০১৭ সালের ৩৬১৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে গত ইং ০৬.০২.২০১৫ তারিখে তমলুক রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪নং বহির সি.ডি. ১নং ভল্যুমের ১৩৩ নং পৃষ্ঠা হইতে ১৪২ নং পৃষ্ঠায় বর্নিত ১৩ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার তমলুক থানার বলিকালুয়া সাকিনের বিভাস মুদলী ও অনিভাষ মুদলী মহাশয় দ্বয়ের পক্ষে প্রকাশ চন্দ্র মুদলী আমমোক্তার হইয়া বিক্রয় করিয়াছেন। উল্লেখ থাকে যে, গত ইং ১২.০৭.২০১৭ তারিখের ৩৬১৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা আমার মক্কেল মহামান্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও., তমলুক ১ মোঃ নাইকুড়ি অফিসে তাহার নামে রেকর্ড প্রস্তুত করিবার মনস্থির করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে। ঠিকানা- বলিকালুয়া গ্রাম কমিটির পক্ষে সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্র মুদলী, সভাপতি তুষার কান্তি ভৌমিক, গ্রাম- বলিকালুয়া, পোঃ- ডিমারীহাট, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর।

পারমিতা মুদলী ৩০.০৪.২৬ এ্যাডভোকেট
ডিষ্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশান তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে শ্যামনগরে ফ্লাইওভার গড়ে তোলা হবে, বললেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্যামা মায়ের অন্যতম পীঠস্থান উত্তর শহরতলির এই শ্যামনগর। এখানে গঙ্গার তীরে রয়েছে সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত আড়াইশো বছরের অধিক প্রাচীন মূলাজোড় ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির। এছাড়া ঘোষপাড়া রোডের ওপর অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। রাহুতায় রয়েছে পোড়া কালিমন্দির। শ্যামনগর স্টেশন সংলগ্ন ঘোষপাড়া রোডের চৌরঙ্গী মোড়ে রয়েছে বহু প্রাচীন একটি কালীমন্দির। নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শক্তি মায়ের এই মন্দিরটি চৌরঙ্গী কালীমন্দির হিসেবেই পরিচিত। রবিবার সন্ধেয় উক্ত মন্দির কমিটির তরফে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিংকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মন্দির কমিটির সভাপতি তথা গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু নবনির্বাচিত বিধায়কের কাছে শ্যামনগরে একটি ফ্লাইওভার গড়ে তোলার দাবি রাখেন। সেই দাবি মেনে নিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে শ্যামনগরে ফ্লাইওভার গড়ে তোলার আশ্বাস দিলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। বিধায়ক জানান, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতিটি মন্দিরকেই আগামীদিনে তিনি ঢেলে সাজাবেন।

চিনার পার্ক ছেড়ে আলিপুরে, 'সৌজন্য'-ই নতুন ঠিকানা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিনার পার্কের ফ্ল্যাট ছেড়ে এবার আলিপুরের 'সৌজন্য' ভবনে উঠছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের তৈরি এই ভবনই হতে চলেছে বাংলার নতুন প্রশাসনিক প্রধানের স্থায়ী বাসস্থান। আগে কলকাতায় এলে চিনার পার্কের আবাসনেই থাকতেন শুভেন্দু। ৯ মে ব্রিগেডে শপথের পর বদলে গিয়েছে প্রেক্ষাপট। পূর্বতন সরকার ভিভিআইপি-দের জন্য 'সৌজন্য' গড়েছিল। সেই বাড়িই এবার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সাজানো হচ্ছে। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে।

এই বদল নিছক ঠিকানা বদল নয়। নবান্নের বার্তা, নতুন সরকার প্রতীকেও আনতে চাইছে বদল। চিনার পার্কের ফ্ল্যাট ছিল ব্যক্তিগত পরিসর। 'সৌজন্য' রাষ্ট্রের আবাস, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধাযুক্ত। মুখ্যমন্ত্রীর দৈনন্দিন কাজকর্ম, বৈঠক, নজরদারি; সবই সহজ হবে এখান থেকে। রাজেশ পাণ্ডের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জনস্বার্থেই এই ব্যবস্থা। পালাবদলের পর নবান্ন যে দ্রুত নিজের ছাঁচে ঢালছে প্রশাসনকে, মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থান বদল তারই আর এক নিদর্শন।

ডবল ইঞ্জিনে গতি! বাংলার পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪,৮৩৪ কোটি টাকার প্যাকেজ কেন্দ্রের

দেবাশিস দে ● কলকাতা

রাজনৈতিক পালাবদলের পর উন্নয়নকে সামনে রেখেই দ্রুত পদক্ষেপ করতে শুরু করল নতুন রাজ্য সরকার। আর সেই আবহেই বাংলার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৪ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন সরকার গঠনের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। শপথের পর থেকেই প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে নতুন মন্ত্রিসভা। সেই আবহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের তরফে এই বিপুল আর্থিক সহায়তা ঘোষণাকে 'ডবল ইঞ্জিন' সমন্বয়ের প্রথম বড় উদাহরণ হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে বাংলায় একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ আটকে থাকার অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহলে। বিশেষ করে সড়ক, সেচ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং জল সরবরাহ সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব নিয়ে বিতর্ক ছিল। তবে এখন একই রাজনৈতিক দলের সরকার কেন্দ্র ও রাজ্যে থাকায় সেই অচলাবস্থা কাটতে শুরু করেছে বলেই দাবি শাসক শিবিরের। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বরাদ্দ হওয়া অর্থের বড় অংশ খরচ করা হবে গ্রামীণ সড়ক, সেতু, সেচ ব্যবস্থা এবং ঘরে ঘরে পরিশ্রুত জল পৌঁছে দেওয়ার কাজে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নেও জোর দেওয়া হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল এবং সুন্দরবনের মতো দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলিকে। প্রশাসনিক সূত্রের আরো দাবি, বহুদিন ধরে আটকে থাকা গ্রামীণ রাস্তা, ব্রিজ এবং হাইওয়ে প্রকল্পগুলির কাজ এবার দ্রুত এগোবে। ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র আধুনিকীকরণ, স্কুল পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পানীয় জল প্রকল্প বাস্তবায়নেও এই বরাদ্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ ও শিল্পমহলের একাংশের মতে, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় থাকলে উন্নয়নের গতি অনেকটাই বাড়ে। তাঁদের দাবি, এই বরাদ্দ শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বাংলার শিল্প ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। এতে আগামী দিনে নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও বাড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। শপথ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও জানিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বাংলার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা। কেন্দ্রের তরফে দ্রুত আর্থিক সহায়তা ঘোষণাকে সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ হিসেবেই তুলে ধরছে নতুন সরকার।

খেজুরিতে ৬০ দোকানে আগুন, বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, খেজুরি: রাতের অন্ধকারে ছাই হয়ে গেল জীবিকা। খেজুরির নিচকসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের হিজলি শরিফে পুড়ে গেল ৬০টির বেশি দোকান। রবিবার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি-মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরাই এই বর্বর কাণ্ড ঘটিয়েছে। পোড়া দোকানের মালিক হিন্দু না মুসলিম, তা দেখেনি হামলাকারীরা। অভিষেকের কথায়, এটা কোনও এক গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ নয়। এটা বাংলার সম্প্রীতি, গণতান্ত্রিক কাঠামো আর শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের উপর পরিকল্পিত আঘাত। ভয় দেখানো, ঘৃণা ছড়ানো আর ধ্বংস; এটাই বিজেপির রাজনীতির আসল চেহারা, সমাজমাধ্যমে লিখেছেন অভিষেক। প্রশ্ন তুলেছেন, এভাবেই কি 'ভয়' তাড়াতে চাইছে ওরা? বাংলা জ্বালিয়ে?

একই সঙ্গে দাবি করেছেন, দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের মুখোমুখি করতে হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্ত শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। পালাবদলের পর রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। শপথের পরেই নবান্ন যখন 'স্বচ্ছতা'র বার্তা দিচ্ছে, তখনই খেজুরির আগুন নতুন করে প্রশ্ন তুলল; রাজনীতির রং কি ছাই করে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের রুটিরুজি?

জগৎবল্লভপুরে হার, তৃণমূলের অন্দরেই উঠছে ভুল পছন্দের প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জগৎবল্লভপুর: জগৎবল্লভপুরে পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই তৃণমূলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অসন্তোষের সুর। ভোটের ফল ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যেই স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশ প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছেন, এই আসন হারার নেপথ্যে ছিল প্রার্থী নির্বাচনের ভুল হিসেব। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুণ্ডুর বক্তব্যে স্পষ্ট, ক্ষোভটা শুধু ফলাফল নিয়ে নয়; দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন নিয়েও। তাঁর দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন সংগঠন টিকিয়ে রাখা কর্মীদের মতামত কার্যত অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। জনপ্রিয় বিদায়ী বিধায়ককে সরিয়ে নতুন মুখ আনার সিদ্ধান্তে নিচুতলার কর্মীদের একাংশ মানসিকভাবে দূরে সরে যান। সেই ফাটলই শেষ পর্যন্ত ভোটবাক্সে ধরা পড়েছে বলে মত স্থানীয়দের।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, জগৎবল্লভপুরের ফল আসলে বৃহত্তর সংকেত। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা দলগুলির ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই শুধু সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত থাকে না, তা হয়ে ওঠে কর্মীদের আত্মসম্মানের প্রশ্নও। এলাকায় সক্রিয়দের বদলে 'ঘনিষ্ঠ বৃত্ত'-নির্ভর রাজনীতি তৈরি হলে ক্ষোভ নীরবে জমতে থাকে। তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী অবশ্য এ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। কিন্তু দলের অন্দরেই এখন প্রশ্ন ঘুরছে; যে আসনকে একসময় প্রায় নিশ্চিত ধরা হত, সেখানে কি হার এল নিজের সিদ্ধান্তের বোঝাতেই?

চলছে মঞ্চ খোলার কাজ।
ছবি: অদিতি সাহা

সব পদ ছাড়লেন গৌতম সাহা

একসঙ্গে ইস্তফা একাধিক কংগ্রেস নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমীকরণকে কেন্দ্র করে রাজ্য কংগ্রেসে শুরু হল ভাঙন। দলের সব পদ থেকে পদত্যাগ করলেন রাজ্য আইএনটিইউসির সিনিয়র সেক্রেটারি তথা যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেটর গৌতম সাহা। শনিবার তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দেন। গৌতম সাহা অল ইন্ডিয়া রাহুল গান্ধি ব্রিগেডের রাজ্য সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একযোগে পদত্যাগ করেছেন মধ্যবেহালা ব্লক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোষ্ঠ বিহারী জানা, ১২৯ নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেস সভাপতি আনন্দ হালদার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আইএনটিইউসির মহিলা নেত্রী সোনা গাঙ্গুলি, ব্লক কংগ্রেস সদস্য দুলাল মোদক, বেহালা বাজার কংগ্রেস ইউনিয়নের সদস্য গৌতম সরকার, অমল রায়-সহ একাধিক কর্মী-সমর্থক।

মেধার পাশে 'থাকার' প্রতিশ্রুতি উমেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মাধ্যমিকের সাফল্য এবার শুধু নম্বরের উদ্‌যাপন নয়, রাজ্যে প্রতিভা ধরে রাখার রাজনৈতিক বার্তাও হয়ে উঠল উত্তর হাওড়ায়। রবিবার কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দিতে গিয়ে স্থানীয় বিধায়ক উমেশ রাই স্পষ্ট জানালেন, মেধার ভবিষ্যৎ যেন বাংলার বাইরের শহরে গিয়ে আটকে না পড়ে। হাওড়া সদর এলাকায় মাধ্যমিকে দশম স্থান অধিকারী ৬৮২ নম্বর পাওয়া অর্কদীপ পাল, ৬৬৮ পাওয়া দেবাঞ্জন পাত্র এবং ৬৫৩ পাওয়া সৌগত সাধুখাঁকে অভিনন্দন জানাতে তাদের বাড়িতে যান উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই। পরিবারের সদস্যদের চোখেমুখে ছিল গর্বের ঝিলিক, আর পড়ুয়াদের কথায় উঠে আসে দীর্ঘ পরিশ্রমের গল্প।

উমেশের বক্তব্যে ছিল এক ধরনের রাজনৈতিক ইঙ্গিতও; নতুন প্রজন্মকে রাজ্যের ভেতরেই সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। তাঁর দাবি, মেধা যদি বারবার বাইরে পাড়ি দেয়, তা হলে ক্ষতি বাংলারই। তাই প্রশাসনের দায়িত্ব শুধু অভিনন্দন জানানো নয়, ভবিষ্যতের পথও তৈরি করা।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই মে, ২৭শে বৈশাখ। সোম বার। নবমী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(আজ জাতীয় প্রযুক্তি দিবস।)

বদলির সুপারিশ করতেন যিনি, দার্জিলিংয়ে বদলি হলেন তিনিই!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাঁর কলমের খোঁচায় আন্দোলনকারী কর্মীরা উত্তরবঙ্গে বদলি হয়েছেন, শেষমেশ সেই কলমই ঘুরে গেল নিজের দিকে। সরকারি কর্মচারী সংগঠনের কর্তা প্রতাপ নায়েককে ডিটেলমেন্টে পাঠানো হল দার্জিলিংয়ে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অভিযোগ, প্রতাপ নায়েক বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে আন্দোলনে অংশ নেওয়া সরকারি কর্মীদের দূরবর্তী জেলায় বদলির সুপারিশ করতেন। মহার্ঘ ভাতা থেকে শুরু করে শূন্যপদ পূরণ; একাধিক দাবিতে যাঁরা রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁদের অনেককেই উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকায় পাঠানোর নেপথ্যে ছিলেন এই কর্তা।

পালাবদলের পরেই ছবিটা উল্টে গেল। নবান্নের অলিন্দে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, ক্ষমতার রদবদলে পুরনো হিসেব মেটানোর পালা শুরু হয়েছে। আর সেই হিসেবের প্রথম নাম প্রতাপ নায়েক। আন্দোলনকারীদের একাংশ বলছেন, উনি অন্যদের পাহাড়ে পাঠাতেন, এবার নিজেই পাহাড়ে চললেন। প্রশাসনিক মহলের ব্যাখ্যা, ডিটেলমেন্ট রুটিন প্রক্রিয়া। কিন্তু সময়ের মারপ্যাঁচকে অস্বীকার করছে না কেউই। ৯ মে সরকার বদলের পরেই এই সিদ্ধান্ত সামনে আসায় একে 'কর্মফল' বলেই দেখছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। নবান্ন থেকে দার্জিলিং; প্রতাপ নায়েকের যাত্রাপথ এখন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন প্রতীক। ক্ষমতার চাকা ঘুরলে কীভাবে পাশার দান উল্টে যায়, এই বদলি তারই নজির হয়ে থাকল।

সোদপুরে অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার কর্মীকে কোপানোর অভিযোগে ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার সাত সকালে সোদপুর স্টেশন সন্নিহিত এলাকায় অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার এক কর্মীকে প্রকাশ্যে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁরই সহকর্মীর বিরুদ্ধে। খড়দা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোদপুর স্টেশন সংলগ্ন একটি বেসরকারি অনলাইন সংস্থায় বহুদিন ধরে রাইডারের কাজ করেন কৌশিক দাস। এদিন সকালে মোবাইল চার্জ দেওয়া নিয়ে তাঁর সহকর্মী রাহুল চৌরাশিয়ার ঝামেলা হয়। সেইসময় রাহুল কৌশিককে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এরপর কৌশিক কর্মস্থল থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ফের দুজনের মধ্যে বচসা বাধে। অভিযোগ, রাহুল ধারালো ছুরি বের করে কৌশিককে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম কৌশিক পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্তে নেমে খড়দহ থানার পুলিশ আক্রান্তের সহকর্মী রাহুল চৌরাশিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

বৈশাখেই ভিজবে বাংলা, ঝড়বৃষ্টির ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভরা বৈশাখে গরমের দাপট কাটিয়ে ফিরল স্বস্তির বৃষ্টি। আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, সোম-মঙ্গলে এই বৃষ্টির দাপট আরও বাড়বে। বঙ্গোপসাগর থেকে ঢোকা জলীয় বাষ্প আর উপরের বায়ুস্তরে তৈরি ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ধাক্কায় তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতি। আপাতত দিন কয়েক রেহাই নেই। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনায় বৃষ্টি বাড়বে। মঙ্গলবার সাময়িক কমলেও বুধ-বৃহস্পতিবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান ও নদিয়ায় বর্ষণের মাত্রা চড়বে।

উত্তরবঙ্গে ছবিটা আরও জোরালো। মালদা ও দুই দিনাজপুরে আজ থেকেই বজ্রবৃষ্টি শুরু হবে। মঙ্গলবার থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বর্ষণের সতর্কতা। ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টির সঙ্গে ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.০৬ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন ২৩.০৬ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.২ ডিগ্রি কম। আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯১ শতাংশ। আপাতত ঝড়বৃষ্টিই রাজ্যের সঙ্গী।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১১ মে ২০২৬, ২৭ বৈশাখ ১৪৩৩, সোমবার

মাছ-ভাতের রাজনীতি!

■ ভোটের ময়দানে 'মাছ বন্ধের' গুজব উড়িয়ে পাত পেড়ে জবাব দিল বিজেপি। রবিবার আমহার্স্ট স্ট্রিটে মাছ উৎসবের আয়োজন করে গেরুয়া শিবির। মেনুতে ভাত, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, মাছের কালিয়া। তাপস রায়, দিলীপ ঘোষরা নিজেরা বসে খেলেন, খাওয়ালেনও। উৎসব থেকেই তৃণমূল নেত্রীকে নিশানা করলেন তাপস রায়। বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যাচার করেছেন। বাঙালির মাছ-ভাত উনিই বন্ধ করে দিয়েছেন। পনেরো বছরে পর্যাপ্ত মাছের ব্যবস্থা করেছেন? বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে মাছ, ডিম আসে বলেই বাংলা খেতে পায়। পকেটে রোজগার নেই, মাছ খাবে কোথা থেকে? তাঁর কটাক্ষ, এতদিন মাছ খেত সিন্ডিকেট, তোলাবাজরা। এবার সবাই খাবে, ব্যবস্থা করবে বিজেপি। দিলীপ ঘোষের কথায়, মমতা আর তাঁর চ্যালা-চামুন্ডারা মিথ্যে বলে বিভ্রান্ত করেছেন। আমরা মুখে নয়, কাজে জবাব দেব। তাই প্রথমেই বাঙালিকে মাছ-ভাত খাওয়াচ্ছি। আর এটা বাংলার মাছ, অন্ধ্রের নয়। ভোটের আগে প্রচার হয়েছিল, বিজেপি এলে আমিষ বন্ধ হবে। সেই ধারণা ভাঙতেই এই আয়োজন। বার্তা স্পষ্ট, সাধারণের হেঁশেলে হাত পড়বে না। পালাবদলের পর রান্নাঘরের রাজনীতিতেই নিজেদের অবস্থান পাকা করল নতুন শাসক শিবির।

অ্যাম্বুল্যান্সের নয়া নাম 'স্বাস্থ্য বন্ধু'

■ শপথের পর ব্রিগেডের বাইরে দাঁড়ানো ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুল্যান্সে চোখ আটকাল সবার। বিশ্ব বাংলার লোগো আর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সাদা কাগজে ঢাকা। তার উপরেই নতুন নাম; 'স্বাস্থ্য বন্ধু'। শনিবার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই নজরে এল এই বদল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন শুভেন্দু। দূরদূরান্ত থেকে আসা কর্মীদের রোদ থেকে বাঁচাতে মোতায়েন ছিল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান। সেখানেই দেখা গেল নতুন মোড়ক। আগের সরকারের আমলে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের গায়ে থাকত বিশ্ব বাংলার ছাপ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। এবার সবটাই ঢেকে দেওয়া হয়েছে। চালক জানালেন, ব্রিগেডে আসার নির্দেশ ছিল। ভিতরে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সকাল থেকে বহু কর্মী সেবা নিয়েছেন। প্রয়োজনে এসএসকেএম বা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানোর বন্দোবস্তও ছিল। এখনও সরকারি নির্দেশিকা আসেনি। এক সরকারি হাসপাতালের কর্তা বললেন, নির্দেশ এলে সব অ্যাম্বুল্যান্স থেকেই পুরনো লোগো সরানো হবে। শপথের পরেই প্রতীক বদলের শুরু। প্রশাসনের গায়ে নতুন রং লাগছে দ্রুত। ব্রিগেডের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুল্যান্স বুঝিয়ে দিল, বদলের হাওয়া ছুঁয়েছে সরকারি পরিষেবাকেও।

চলবে মা ক্যান্টিন!

■ ক্ষমতার পালাবদল যে শুধু নবান্নের করিডরে আটকে থাকে না, তার আঁচ এবার পৌঁছে গেল গরিবের দুপুরের থালায়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মা ক্যান্টিন ঘিরে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা এখন বঙ্গের নতুন রাজনৈতিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। কয়েকটি স্থানে ইতিমধ্যেই দু'টি ক্যান্টিনে রান্না বন্ধ। দুপুর গড়াতেই বন্ধ শাটারের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন দিনমজুর, রিকশাচালক, বৃদ্ধ মানুষজন। কেউ ফিরে যাচ্ছেন চায়ের দোকানে বিস্কুট খেয়ে, কেউ আবার অপেক্ষা করছেন 'হয়তো কাল খুলবে' ভেবে। পাঁচ টাকায় ভাত, ডাল, তরকারি আর ডিম; এই সামান্য খাবারই বহু পরিবারের দৈনিক ভরসা ছিল। পুর প্রশাসনের একাংশ জোগান সমস্যার কথা বললেও স্থানীয় মহলে অন্য আলোচনা। তাদের প্রশ্ন, সরকার বদলের পর কি সামাজিক প্রকল্পগুলিও রাজনৈতিক পরিচয়ের বোঝা বইতে শুরু করেছে? কারণ, বহু জায়গায় যে প্রকল্পকে একসময় রাজনৈতিক সাফল্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল, আজ সেটাই অনিশ্চয়তার মুখে। অন্যদিকে পদ্ম শিবির আশ্বাস দিচ্ছে, পরিষেবা বন্ধ হতে দেওয়া হবে না। কিন্তু মানুষ আপাতত প্রতিশ্রুতির চেয়ে হাঁড়ির আগুন নিয়েই বেশি চিন্তিত।

ভদ্র হন, নয়তো সরে যান

সিন্ডিকেটকে শুভেন্দুর কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শপথের কালি শুকোয়নি, তারই মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্রিগেডে শপথ সেরে সংবাদ সম্মেলনে সিন্ডিকেট ও তোলাবাজদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট কথা, শান্ত হন। ভালো থাকুন। সাবধানে থাকুন। সব বন্ধ করে দিন। ভদ্র হন। বিপদ বুঝলে সরে থাকাই ভালো। বাকিটা এভাবে বলা ঠিক নয়, মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক হলে সব বলব। অর্থাৎ, তোলাবাজি-সিন্ডিকেট রাজ যে কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না সেই বার্তাই জানিয়েছেন শুভেন্দু। এবার চেয়ার বসার পরই এই তোলাবাজিকে সমূলে উৎখাত করতে চাইছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। ৯

মে, ২০২৬। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে রাজ্যপাল আরএন রবি শপথ পড়ালেন রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রীকে। ২০৭ আসন নিয়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রথমবার নবান্নে এল বিজেপি। আর দায়িত্ব নিয়েই প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন শুভেন্দু। জানিয়ে দিলেন, সিন্ডিকেট রাজ ও তোলাবাজি নির্মূল করাই তাঁর সরকারের প্রথম লক্ষ্য। শুধু বিরোধী নয়, নিজের দলের কর্মীদেরও সংযত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, তৃণমূলের মতো আচরণ নয়, আইন নিজের হাতে তুলবে না কেউ। শান্তি বজায় রাখাই কাজ।

দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল, নির্মাণ থেকে বালি-পাথর, সর্বত্র সিন্ডিকেটের দাপট। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। শপথের দিনেই সেই শিকড়ে আঘাতের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পালাবদলের প্রথম দিনেই বোঝালেন, সুশাসনের প্রশ্নে কোনও আপস হবে না। বার্তা একটাই; দুর্নীতির কারবার বন্ধ করো, নয়তো ফল ভুগতে হবে।

সিএমওতে তারুণ্যের ছোঁয়া, প্রশাসন সাজছে নতুন আঙ্গিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শপথের পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর বদলের কাজে নামল নবান্ন। রবিবার রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে দুই তরুণ আইএএসকে বসানো হল সিএমও-র যুগ্ম সচিবের চেয়ারে। পালাবদলের পর এটাই প্রশাসনের ভিতরে সবচেয়ে স্পষ্ট বার্তা; অভিজ্ঞতার পাশে জায়গা পাচ্ছে গতি। নতুন মুখ দু'জন। পি. প্রমথ, ২০১৯ ব্যাচের অফিসার, এতদিন ছিলেন এমএসএমই দপ্তরে। আর নবনীত মিত্তল, ২০২০ ব্যাচ, পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক থেকে সরাসরি চোদ্দো তলায়। দু'জনেই এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দপ্তরের যুগ্ম সচিব। সাতজন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিককেও নিয়োগ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে। যাঁদের মধ্যে অনেকেই নন্দীগ্রামের ইআরও এবং আরও ছিলেন। এই রদবদল হঠাৎ নয়। ৯ মে উপদেষ্টা হয়েছেন সুব্রত গুপ্ত। ব্যক্তিগত সচিব হয়েছেন শান্তনু বালা। ৪৬টি দপ্তরের মন্ত্রীর সচিব পদ থেকে

সরানো হয়েছে পুরনো আধিকারিকদের। এবার সিএমও-তে এল তরুণ রক্ত।

কেন এই বাছাই? উত্তর লুকিয়ে নবান্নের নতুন দর্শনে। উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত পাঁচটি কাজকে সামনে রেখেছেন; কর্মসংস্থান, নারী নিরাপত্তা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। মাঠ থেকে রিপোর্ট আনবেন, ফাইল ছোটাবেন এই তরুণরাই। জেলার অভিজ্ঞতা আছে নবনীতের, শিল্প দপ্তরের হাল জানেন প্রমথ। রাজ্যপালের নির্দেশে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। জনস্বার্থেই এই বদল, বলছে নবান্ন। মে মাসের মাঝেই জেলাশাসকদের নিয়ে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে ঘর গোছানো শেষ। রাজ্যবাসীর কাছে বার্তাটা পরিষ্কার, প্রশাসন চলবে অভিজ্ঞ মাথা আর তরুণ পায়ের জোরে। 'শ্রীঘর' নীতিতে ভোট জেতার পর এবার প্রশাসনে 'ডেলিভারি'র পালা।

ভয় নয়, ভরসা নিয়ে বাঁচুক বাংলা, কালীঘাটে পুজো দিয়ে বার্তা অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শপথের পরদিনই কালীঘাটে। মন্দিরে প্রণাম সেরে রাজ্যের নতুন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল বললেন, বাংলার মানুষ এবার থেকে ভয় ছাড়া বাঁচুক, ভরসা নিয়ে বাঁচুক। তাঁর কথায়, ৪ মে ফল ঘোষণার পর মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সত্যিকারের স্বাধীনতা পেল। আসানসোল দক্ষিণ থেকে চল্লিশ হাজারের বেশি ভোটে জিতে প্রথমবার মন্ত্রিসভায় এসেছেন তিনি। ৯ মে ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে শপথ নেওয়ার পরেই স্পষ্ট করে দিলেন অগ্রাধিকার। জানালেন, নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সরকারের প্রথম কাজ। পঞ্চাশ বছরে বাংলা যা পায়নি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সেই শূন্যতা পূরণ হবে। রাজ্যের প্রথম মহিলা বিজেপি মন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই ঘোষণা শুধু কথার কথা নয়, বদলের ইঙ্গিত। বললেন, শাসন করতে আসিনি, সেবা করতে এসেছি। দীর্ঘদিনের আতঙ্কের পরিবেশ সরিয়ে সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফেরানোই লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএসএফকে আক্রমণ

করেন, শেখ শাহজাহানের পাশে দাঁড়ায়, পহেলগাঁও হামলা নিয়ে প্রশ্ন করেন, পাকিস্তানের সুরে কথা বলেন তিনি। পালাবদলের পরদিনই কালীঘাটে দাঁড়িয়ে এই বার্তা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, নতুন সরকারের অভিমুখ কোন দিকে। নিরাপত্তা আর সুশাসনের প্রতিশ্রুতিকেই সামনে রাখলেন অগ্নিমিত্রা।

ভুয়ো শংসাপত্রে জিরো টলারেন্স, হুঁশিয়ারি মন্ত্রী ক্ষুদিরামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শপথের কালি শুকানোর আগেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। রবিবার তিনি স্পষ্ট বললেন, ভুয়ো এসসি-এসটি শংসাপত্র চক্রে জড়িত কোনও অফিসার রেহাই পাবেন না। মন্ত্রিসভা বাড়লেই শুরু হবে বিশেষ তদন্ত। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেবে নতুন সরকার। ৯ মে ব্রিগেডে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে শপথ নিয়েছেন ক্ষুদিরাম। ২০৭টি আসন জিতে প্রথমবার নবান্নে এসেছে বিজেপি। এবার প্রশাসনে স্বচ্ছতার বার্তা দিতে চাইছে তারা। সেই পথেই এই হুঁশিয়ারি। ক্ষুদিরামের অভিযোগ, আগের সরকার ইচ্ছা করেই আদিবাসীদের শিক্ষা ও সুযোগ থেকে দূরে রেখেছিল। ভুয়ো শংসাপত্রের কারবারে মদত দিয়েছে। ফলে আসল পাওনাদার বঞ্চিত হয়েছে। নতুন সরকার সেই জাল ছিঁড়তে বদ্ধপরিকর।

আজ প্রথম মন্ত্রিসভা। সেখানে পানীয় জল, শিক্ষার মান আর রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার পাবে বলে জানালেন ক্ষুদিরাম। তাঁর কথায়, সংরক্ষিত শ্রেণির অধিকার সুরক্ষিত করাই আমাদের প্রথম কাজ। মন্ত্রীর বার্তা স্পষ্ট, ভোটে 'শ্রীঘর' নীতির পর এবার প্রশাসনে 'শুদ্ধিকরণ'। দুর্নীতিবাজ অফিসারদের কপালে ভাঁজ ফেলল নতুন মন্ত্রীর এই ঘোষণা।

পানিহাটিতে প্রৌঢ়কে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঘরে তারস্বরে টিভি চলছে। ডাকাডাকি করেও পড়শিরা কোনও সাড়াশব্দ পাননি। সন্দেহবশত, জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই পড়শিরা দেখেন সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছেন প্রৌঢ়। খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চাননতলার ঘটনা। মৃতের নাম প্রণব মজুমদার (৫৩)। অবিবাহিত প্রণব বাবু বাড়িতে একাই থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পড়শিদের নজরে আসে প্রণববাবুর ঘরে তারস্বরে টিভি চলছে। অথচ ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও, প্রণববাবুর কোনও সাড়া মেলেনি। খড়দা থানার

পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতের মামি দীপালি গুপ্তের অভিযোগ, লুঠপাটের উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা রাতে হানা দিয়েছিল। তাঁর দাবি, লুঠপাট চালিয়ে তাঁর ভাগ্নাকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্তে খড়দা থানার পুলিশ।

ছোট লালবাড়িতে পদ্মের হাতছানি, দখল নয় ভোটেই আস্থা সজলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পালাবদলের পর এবার নজর কলকাতা কর্পোরেশনের দিকে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বোর্ড গড়েছিল তৃণমূল। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১১১টিতেই এগিয়ে বিজেপি। তৃণমূল এগিয়ে মাত্র ৪৩টিতে। ১৬টি বিধানসভা আসনের ১১টিই গেছে পদ্ম শিবিরে। ফলে ছোট লালবাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বর্তমান পুরবোর্ডের মেয়াদ আরও ছয় মাসের বেশি। তবু আইন অনুযায়ী রাজ্য চাইলে বোর্ড ভেঙে ভোট করতে পারে। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে এমন নজির গড়েছিল। আবার তৃণমূল শিবিরের ভিতরেও শুরু হয়েছে ভাঙন। ফল ঘোষণার পরেই ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনন্দা ঘোষকে কর্মীদের নিয়ে দলবদল করতে দেখা গেছে। অনেকেই পদ্ম শিবিরে যোগাযোগ রাখছেন বলে কানাঘুষো। ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বরানগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক সজল ঘোষ অবশ্য বলছেন, দখল নয়, ভোট করেই মসনদে বসব। তাঁর দাবি, অঙ্ক বলছে কর্পোরেশন ভোটে বিজেপি জিতবে। তবে সেই ভোট হবে গণতান্ত্রিক পরিবেশে, আগের

মতো নয়। ১৪৪ জন জিতে আসবে না, কিন্তু শান্তিপূর্ণ ভোট হবে; আশ্বাস সজলের। বাম ও কংগ্রেসের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে বহু পুরসভায় ভোট হয়নি, প্রশাসক বসিয়ে চালানো হয়েছে। ক্ষমতা হারিয়ে সেই সুযোগ আর নেই। ফলে রাজধানীর ছোট লালবাড়িতে পদ্ম ফোটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শপথের দিনেই ওএমআর প্রকাশ, স্বচ্ছতার বার্তা নতুন সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বড় পদক্ষেপ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২০১৬ সালের বিতর্কিত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ওএমআর শিট প্রকাশ্যে আনল এসএসসি। শনিবার শপথের দিনই ওয়েবসাইটে দেখা গেল নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের এসএলএসটি পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র। কমিশন জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সিবিআইয়ের কাছ থেকে পাওয়া হার্ড ডিস্কের তথ্যের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। খুব শীঘ্রই গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র ওএমআরও দেওয়া হবে। ২০১৬-র নিয়োগ বাতিলে চাকরি হারিয়েছিলেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। দীর্ঘদিন ধরে ওএমআর প্রকাশের দাবিতে আন্দোলন চলছিল। ২০২৪ সালে হাইকোর্ট ২২ লক্ষ উত্তরপত্র প্রকাশের নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর হয়নি। নতুন সরকার দায়িত্ব নিতেই আদালতের পুরনো নির্দেশ বাস্তবায়িত হওয়ায় খুশি চাকরিহারা প্রার্থীরা। আন্দোলনকারী সুমন বিশ্বাস বলেন, প্রথম দিন থেকে এই দাবি ছিল। নতুন সরকার তা মেনেছে, আমরা কৃতজ্ঞ। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের কিংকর অধিকারী জানালেন, যোগ্য প্রার্থীদের সম্মানের সঙ্গে ফেরাতে হবে, দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা জরুরি।

গত বছর প্রায় ১৯ হাজার শূন্যপদে নতুন করে পরীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু ফল বেরোলে দেখা যায়, ২০১৬-র বহু প্রার্থীই পাশ করতে পারেননি। তখন থেকেই নিয়োগ নিয়ে নতুন প্রশ্ন ওঠে। এবার ওএমআর সামনে আসায় সেই দ্বিতীয় পরীক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়েও চর্চা শুরু। পালাবদলের দিনেই স্বচ্ছতার বার্তা দিল নতুন শাসকদল। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করে বোঝানো হল, শিক্ষায় শুদ্ধিকরণই অগ্রাধিকার।

দক্ষিণের দাপটে ক্ষুব্ধ উত্তর, পদ বণ্টন ঘিরে তৃণমূলে বিদ্রোহ

কাউন্সিলরকে অপমান করার অভিযোগ সুদীপের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর এবার দলের অন্দরেই ফাটল চওড়া হচ্ছে। পরিষদীয় পদ বণ্টনকে ঘিরে ফুঁসে উঠেছে উত্তর কলকাতার তৃণমূল শিবির। শনিবার রাতে ঘোষণা হয়েছে বিরোধী দলনেতা থেকে মুখ্য সচেতক; সবেতেই দক্ষিণ কলকাতার মুখ। আর তাতেই ক্ষোভের আগুন ছড়িয়েছে উত্তরে। বালিগঞ্জের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা। মুখ্য সচেতক ফিরহাদ হাকিম। ডেপুটি লিডার ধনেখালির অসীমা পাত্র ও চৌরঙ্গীর নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর কলকাতার নেতাদের প্রশ্ন, পনেরো বছরে বিধানসভায় কতবার বলেছেন নয়না? তাঁদের অভিযোগ, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুশি করতেই তাঁর স্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষোভ উগরে দিয়েছে দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীপকে বিঁধে লিখেছেন, আপনি উত্তরের

অঘোষিত সম্রাট। ঘরছাড়াদের ঘরে ঢোকানোর বদলে নিজেই ঘরে ঢুকে আছেন। এবার ছাড়ুন। জবাবে সুদীপ লেখেন, হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভোঁকে হাজার। দলের কাউন্সিলরকে 'কুত্তা' বলায় পালটা তোপ সুব্রতর, যে কাউন্সিলরকে কুত্তা বলে, সে কুত্তার চেয়ারম্যান। সুদীপ-ঘনিষ্ঠরা শশী পাঁজার প্রসঙ্গ টানলে সুব্রত পালটা বলেন, শশী পাঁজা আর বিধায়ক নন, কিন্তু আপনি এখনও সাংসদ ও উত্তর কলকাতার সভাপতি। এরপরেই আসরে নামেন সুদীপ। উত্তর কলকাতায় সাত আসনের চারটিতেই হেরেছে তৃণমূল। মানিকতলায় তাপস রায়ের বড় জয়ের পর সুদীপের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপুটি লিডার করায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। কর্মীদের অভিযোগ, ভোটের পর সুদীপকে পাশে পাওয়া যায়নি। পালাবদলের ধাক্কায় তৃণমূলের অন্দরের ফাটল এখন প্রকাশ্যে। সুদীপ বনাম সুব্রত লড়াই দেখিয়ে দিচ্ছে, উত্তর কলকাতায় সংগঠনের ভিত কতটা নড়ে গেছে। একসময় উত্তরের সাত আসনই ছিল তৃণমূলের। এবার হেরেছে চারটিতে। মানিকতলা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় পরাজয়। দক্ষিণ-প্রীতির অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু হারার পর সেই ক্ষত আরও গভীর। উত্তরের বিদ্রোহ এখনই না থামলে দলত্যাগের ঢল নামতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

নবান্নের নেপথ্য কারিগর, ব্যালিস্টিক থেকে ব্যালটে সুব্রত গুপ্তর নিঃশব্দ বিপ্লব

রাজীব মুখোপাধ্যায়

নবান্নের চোদ্দো তলায় এখন নতুন ঠিকানা। ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ মাপা হাত এবার মাপবে প্রশাসনের গতিপথ। ৯ মে ব্রিগেডে শপথের কালি শুকনোর আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করলেন উপদেষ্টার নাম; সুব্রত গুপ্ত। এই একটা নামের মধ্যেই লুকিয়ে পালাবদলের দর্শন, পুরনো হিসেব আর ভবিষ্যতের নকশা।

'শ্রীঘর' নীতির স্থপতি

বাংলা ভোট মানেই রক্ত, বোমা, বুথ দখল। সেই ছকটাই ছিঁড়ে ফেলেছেন সুব্রত। ছ'মাসে দু'দফার নির্বাচন, ৯০ শতাংশের বেশি ভোট, অথচ বারুদের গন্ধ নেই। রহস্য ফাঁস করেছিলেন নিজেই, হয় ঘরে থাকো, নয় শ্রীঘরে। এক লাইনের এই হুমকি অপরাধের শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছিল। ভোট-মস্তানরা বুঝেছিল, প্রশাসন এবার চোখে চোখ রাখবে। এই মনস্তাত্ত্বিক জয়ই তাঁকে নবান্নের অন্দরমহলে এনে দিল।

সিঙ্গুর থেকে নবান্ন বিতর্ক পেরিয়ে প্রত্যাবর্তন

বাম আমলে ন্যানো কারখানার জন্য সিঙ্গুরে ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণের গুরুদায়িত্বে ছিলেন সুব্রত গুপ্ত। টাটার প্রকল্প ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। সেই আন্দোলনের কাঁধে চেপেই ২০১১-তে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। পালাবদলের পরেই কোণঠাসা হন সুব্রত। পুর দপ্তরের পর কম গুরুত্বের চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয় তাঁকে। অবসরের ছ'মাস আগে কেন্দ্রে সচিব হয়ে চলে যান। দেড় দশক পর আবার ফ্রন্টে; এবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা।

কালামের ছাত্র, কম্পিউটার বাজেটের জনক

খড়গপুর আইআইটির ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চতুর্থ। এপিজে আবুল কালামের প্রকল্পে কাজ করেছেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক থাকাকালীন শেষ করেছেন ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে পিএইচডি। অর্থ দপ্তরে এসে খাতা-কলমের বাজেটকে পাঠালেন জাদুঘরে। চালু করলেন কম্পিউটার বাজেট। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ভিত গাঁথা, অন্ডাল বিমাননগরীর জমি অধিগ্রহণ; সবেতেই তাঁর সই। বার্তা স্পষ্ট, নবান্ন এবার চলবে তথ্য আর প্রযুক্তির ইঞ্জিনে।

ব্রাত্য থেকে বরেণ্য আমলাতন্ত্রে পালটা স্রোত

তৃণমূল জমানায় মেধাবী অফিসাররা 'ব্যবহৃত হননি', শুভেন্দুর এই অভিযোগের জীবন্ত দলিল সুব্রত। সঞ্জয় মিত্র, মলয় দে-র মতো নাম তুলে নতুন সরকার বোঝাল, মেধার পুনর্বাসন হবে। আমলামহলে এর ঢেউ লাগবেই। আনুগত্যের মানচিত্র নতুন করে আঁকা হবে।

পাঁচ স্তম্ভ আর শিল্পের বাস্তবতা

দায়িত্ব নিয়েই পাঁচটি খুঁটি পুঁতলেন সুব্রত, কর্মসংস্থান, নারী নিরাপত্তা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। শিল্প নিয়ে মোহ ছড়ালেন না। বললেন, রাতারাতি হবে না। ষাটের দশকের বাংলায় ফিরতে চাই। এই স্বীকারোক্তিই নতুন। ফানুস নয়, ভিত চাই। আগে বিনিয়োগের পরিবেশ, পরে কারখানার চিমনি।

মনোজ-সুব্রত জুটি ভোটের মডেল এবার প্রশাসনে

ভোট করাতে গিয়ে মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে তাঁর রসায়ন ছিল দেখার মতো। এবার গুঞ্জন, মনোজই হচ্ছেন মুখ্যসচিব। একজন নীতি গড়বেন, অন্যজন মাঠে নামাবেন। সঙ্গে সিএমও-র খোলনলচে বদল, ৪৬ দপ্তরের সচিব রদবদল, ১৬ জনকে 'পার' দপ্তরে পাঠানো। পুরনো বলয় ভাঙার কাজ শুরু। প্রতীকী হল প্রতাপ নায়েকের বদলি। যিনি আন্দোলনকারীদের পাহাড়ে পাঠানোর সুপারিশ করতেন, তাঁকেই যেতে হল পুলবাজারে।

ব্যক্তি বদল নয়, পদ্ধতি বদল

সুব্রত গুপ্তর নিয়োগ কোনও অবসরপ্রাপ্তের চাকরি নয়। এটা শাসনের দর্শন বদল। বিজ্ঞানমনস্কতা, তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত, কড়া প্রশাসন আর দীর্ঘমেয়াদী ভাবনা; এই চার স্তম্ভে দাঁড়াবে নতুন নবান্ন। সিঙ্গুরের বিতর্ক পেরিয়ে, ক্ষেপণাস্ত্রের নিখুঁত নিশানা এবার প্রশাসনের নীতিতে দেখা যায় কি না, সেটাই আগামী দিনের দেখার।

মায়ের স্নেহ...। আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসে ভিক্টোরিয়ায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।

সম্পাদকীয়

জোড়াতালি দেওয়া জোট, কতদিন টিকবে বিজয়ের এই সরকার?

তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। দীর্ঘ প্রায় ছয় দশক পর রাজ্যে এমন একটি সরকার তৈরি হল যেখানে নেই ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে। তাদের টপকে মসনদে বসল মাত্র দু'বছর আগে তৈরি হওয়া তামিলগা ভেত্রি কাজাগাম বা টিভিকে। মুখ্যমন্ত্রী হলেন টিভিকে প্রধান তথা অভিনেতা বিজয় থালাপতি। তবে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকা সত্বেও যেভাবে তিনি কুর্সির দখল নিলেন তাতে শুরুতেই সরকারের আয়ু নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কারণ, ২৩৪ আসনের বিধানসভায় বিজয়ের জুটেছে মাত্র ১০৮টি আসন। এই নিয়ে তো আর সরকার হবে না। দরকার ছিল বাকিদের সমর্থন। সেটা জোটাতে গিয়েই পাঁচদিন পেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস, বাম-সহ মোট পাঁচ দলের সমর্থন নিয়ে কুর্সিতে বসলেন বিজয়। অঙ্ক বলছে, তিনি দুটি আসনে জেতায় তাঁর দলের ছিল ১০৭টি আসন। সঙ্গে কংগ্রেসের ৫, সঙ্গে সিপিআইএম ও সিপিআইয়ের ৪ জন মিলে হয় ১১৬। এই অবস্থায় তার প্রয়োজন ছিল আরও দু'জনের সমর্থন। তখন শিবির বদলে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে ডিএমকে-র জোটসঙ্গী ভিসিকে এবং আইইউএমএল। তাঁদের ৪ বিধায়ক সমর্থন করায় বিজয়ের নেতৃত্বাধীন জোটের মোট বিধায়ক সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০, যা সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল। শনিবার বিজয়ের দেওয়া সমর্থনের নথিতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আর্লেকার তাঁকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। ১৩ মে-র মধ্যে তাঁকে বিধানসভায় আস্থা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। এ তো গেল বিজয় থালাপতির নির্বাচনী পাটিগণিতের হিসেব। এখন প্রশ্ন হল, নির্বাচনের পর এভাবে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বিধায়ক জুটিয়ে তৈরি হওয়া সরকারটা কতদিন চলবে? এটা কি একটি শক্তিশালী সরকার হবে? এই সরকার কি তামিল জনগণের আশা, আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে? পারবে উন্নয়ন করতে? প্রশ্নগুলো উঠছে খোদ তামিলভূমি থেকেই। যার উত্তর কিন্তু বিজয়কেই দিতে হবে। আর তামিলনাড়ুর এই জোড়াতালির সরকার কতদিন টেঁকে সেটাও দেখার।

শব্দছক ১৫৬

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. সায়ংকাল ৫. অন্ধকার ৮. আয় ৯. লেহন ১২. শ্রবণেন্দ্রিয় ১৩. সুরুচিসম্পন্ন ১৫. পৃথিবীর উত্তরের শেষ অঞ্চল ১৬. ঘ্রাণেন্দ্রিয় ১৭. আন্তরিকভাবে চাওয়া ১৮. ভণিতা ১৯. যে মনুষ্যজাতি ভারতে প্রথম প্রবেশ করেছিল ২০. কোমল

ওপর-নিচ: ২. তামাকপাতা ৩. মঙ্গলকর ৪. পৃথিবী ৫. অস্থিরতা ৬. লাউ ৭. পর্বত ১০. বিয়োদগার ১১. স্বামীর বড় ভাই ১২. শিল্পনৈপুণ্য ১৩. দুঃখ ১৪. নবীন ১৬. বিভিন্ন প্রকার ১৮. খট্টাশজাতীয় জন্তু

সমাধান ১৫৫ — পাশাপাশি: ২. অন্য বিশ্ব ৫. পালঙ্ক ৭. রাত ৮. চাম্বা ৯. বহিরাগত ১১. চর্ম ১২. ক্ষত ১৩.ত কাশ ১৪. মাস ১৬. টালমাটাল ১৮. মর্ম ১৯. টানা ২০. দাদরা ২১. ধরাশায়ী

ওপর-নিচ: ১. পাপাচারি ২. অঙ্ক ৩. বিরহি ৪. সতত ৬. লম্বা ৭. রাগত ৯. বর্ম ১০. রাক্ষস ১১. চশমা ১৩. কালনা ১৪. মাল ১৫. ধর্মরাজ ১৬. টাটানো ১৭. টাকরা ১৮. মদ ২০. দায়ী

আজকের দিন

■ **১৮৫৭** — সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতীয় বিদ্রোহীরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়।

■ **১৯২৮** — নিউ ইয়র্কের শেনেকটাডিতে সর্বপ্রথম নিয়মিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুরু।

■ **২০০৮** — চীনের সিচুয়ান প্রদেশে একটি ভয়াবহ ও বিধ্বংসী ভূমিকম্প আঘাত হানে।

জন্মদিন

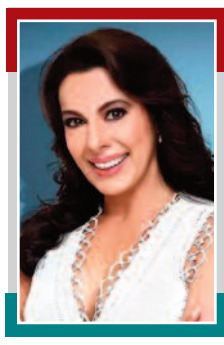

১৯১৮ *বিশিষ্ট ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী সারাভাইয়ের জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সদাশিব অম্রপুরকারের জন্মদিন।*

১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পূজা বেদীর জন্মদিন।*

পূজা বেদী

বঙ্গ ব্রিগেডের কুরুক্ষেত্রেই প্রকৃত ধর্ম-প্রতিষ্ঠিত হল

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু এখন সমগ্র বঙ্গবাসীর

প্রদীপ মারিক

দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে বঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মোদি শুধু উপস্থিত হলেন না, তিনি স্রাষ্ঠাঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীকে প্রণাম করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি প্রতিশ্রুতি রাখতেই এসেছেন, কারণ মোদি যা বলেন সেটাই করে দেখান। শুধু বঙ্গবাসী কেন সমগ্র ভারতবর্ষ তাকিয়ে ছিলেন এই ঐতিহাসিক ব্রিগেড ময়দানের দিকে। থাকবেই না কেন আজ বঙ্গ কুরুক্ষেত্রে প্রকৃত ধর্ম-প্রতিষ্ঠিত হল। মনে পড়ছে সেই গত দুই বছর আগের কথা, যে দিন লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই ব্রিগেডে। এক লক্ষের লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে প্রায় দুই-লক্ষ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতির ত্রিবেণী সঙ্গমে উচ্চারিত হয়েছিল, শ্রীমৎ ভাগবত গীতার ধ্যান শ্লোক, 'পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্ / ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্ / অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ / অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্ গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ' ভগবদ্গীতার আর এক নাম গীতোপনিষদ। এটি বৈদিক দর্শনের সারমর্ম এবং বৈদিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপনিষদ।

আজ বঙ্গবাসী দীর্ঘ্য পনেরো বছরের নারক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল। আর সেটা সম্ভব হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির সনাতনী সংগ্রামী কর্মীদের জন্য। মোদি মনে করেন ভারতীয় জনতা পার্টির আসল শক্তি হচ্ছে বুথ কমিটি। বুথ কমিটিই সাধারণ মানুষের চাহিদা, সুবিধা-অসুবিধার কথা পৌঁছে দেন নেতৃবৃন্দের কাছে। বুথ কমিটি থেকেই মোদি প্রথম জেনেছিলেন গ্রামীন এলাকায় রান্নার গ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা। আর তা থেকেই তৈরি হয়েছিল উজ্জ্বলা গ্যাস প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বুথ কমিটির কাজ হল স্থানীয় মানুষদের প্রতিটি সমস্যার কথা শোনা এবং তাদের পরিষেবা দান করা। প্রতিটি বিজেপির বুথ কর্মীরাই হলেন মোদিজীর হৃৎপিন্ড। মোদি বলেছেন, কিছু কিছু দল আছে, যারা শুধুমাত্র নিজেদের দলের উন্নতি চায়। তাদের রাস্তা সহজ। তুষ্টিকরণ, ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করলেই চলে। কিন্তু, এর ফলে দেশের উন্নতি থমকে যায় এবং সমাজে ভেদাভেদ বেড়ে যায়। অন্যদিকে, বিজেপির সংকল্প অনেক বড়। মোদি বলেছেন, 'আমাদের অগ্রাধিকার দল নয়, আমাদের অগ্রাধিকার বাংলা তথা দেশ। এই বিকশিত বাংলা হলেই সবার উন্নতি সম্ভব হবে। আমাদের রাস্তা হল সমস্ত বঙ্গবাসীকে পরিষেবা দেওয়া।' বঙ্গে এই প্রকৃত পরিবর্তন কিন্তু সহজে আসে নি, অনেক রক্ত-ক্ষরণে এসেছে এই সংগ্রাম। প্রায় কয়েক-শো বিজেপি কর্মী সমর্থকদের প্রাণের বিনিময়ে এসেছে এই সংগ্রাম। এত বিজেপি কর্মীর আত্মবলিদানেই বঙ্গে আজ প্রকৃত স্বাধীনত্তর নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

সংখ্যালঘুদের শ্রেণী বিন্যাস করে রেখেছিল তৃণমূল। তাদেরকে তৃণমূল ভোট যুদ্ধের হাতিয়ার করে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু বিধানসভা ভোটের পূর্বে সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সম্মেলনে শমীক বার্তা দিয়েছিলেন, সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছতে হবে। যাঁদের হাতে তরোয়াল আছে সেটা কেড়ে তাঁদের হাতে আমরা কলম ধরিয়ে দেওয়া হবে, বোমার পরিবর্তে হাতে বই তুলে দেওয়া হবে। তার কথায় বিশ্বাস করেই সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ আজ বঙ্গ বিজেপির সাথে। যে সংখ্যালঘুরা তৃণমূলের ভয়ে কিন্তু কিন্তু করছিলেন বিধানসভা ভোটের পর তারাও চলে আসবে বিজেপির সাথে, বিজেপি সেই দল যারা রাম-রহিম কে আলাদা করে দেখে না। কারণ সমগ্র ভারতবাসী বিশ্বাসের প্রতীক নরেন্দ্র মোদি।

বঙ্গে বিজেপি, শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমস্ত বঙ্গবাসী একসাথে গেয়ে উঠবেন, ' বন্দে মাতরম'। একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসী যেমন ভাবে গেয়ে ওঠে 'বন্দে মাতরম'। আজ ব্রিগেড দেখবে বন্দেমাতরম একটা ঐক্যের সুর। মোদি তার নির্বাচনী সভায় বলেছেন, অঙ্গ-বঙ্গ-কালিঙ্গের একসাথে উন্নয়ন করবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। সেটাই হবে কারণ মোদি যা বলেন সেটাই করে দেখান। অমিত শাহ বলেছেন, 'মোদিজি অযোধ্যায় রামমন্দির বানিয়েছেন। আর অন্য দিকে, হুমায়ুন কবীরকে দিয়ে এখানে মমতাদিদি বাবরি মসজিদ বানাতে চাইছেন। কান খুলে শুনে রাখুন, এক জনও বিজেপি কর্মী বেঁচে থাকলে পশ্চিমবঙ্গে বাবরি মসজিদ বানাতে দেবে না। এটা ভারতের ভূমি, এখানে কোনও বাবরি মসজিদের জায়গা নেই। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তৈরি হবে তো সেটা হবে দুর্গামন্দির।' তিনি আরো বলেছেন, 'কৃষকেরা চিন্তা করবেন না। ১ মে-র পর তাঁদের থেকে ৩,১০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দামে সব ধান কিনে নেওয়া হবে। প্রতিটি মহিলাকে মাসে ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, পুলিশ বাহিনী-সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের অঙ্গীকার। বেকার যুবকদের জন্যও মাসে ৩,০০০ টাকা ভাতার পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ১৫,০০০ টাকা এককালীন অর্থ সাহায্য। এমনকি, দুর্নীতির কারণে যাঁরা সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের জন্য বয়সের সীমায় ৫ বছরের ছাড় দেওয়ার অনন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সরকার গঠনের মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রের ৬,০০০ টাকার সাথে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরও ৩,০০০ টাকা যোগ করে বছরে মোট ৯, ০০০ টাকা কৃষকদের দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন শাহ। এছাড়া অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ, সীমান্তে নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার।

যুব সম্প্রদায় যে কোনও রাষ্ট্রের এক বড় সম্পদ। ভারত একমাত্র দেশ যেখানে বিশ্বের সবথেকে কম বয়সী যুব সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করেন। ভারতে প্রায় ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার গড় বয়স ৩৫ বছরের কম। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভারতের গড় বয়স মাত্র ২৯ বছর, চিনের গড় বয়স ৩৮ বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২ বছর, এবং জাপানে ৪৮ বছর বয়স। বিশ্বের মধ্যে ভারতেই যুবক শ্রেণীর বাস বেশী। চরিত্র গঠন, ধর্ম হোক বা সত্য, যুবসমাজকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার উপদেশ ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যুব সমাজ। স্বামীজীর এই যুব জাগরণকে যুবনীতিতে পরিণত করতে নরেন্দ্র মোদি বদ্ধপরিকর। বাম যুব সংগঠনের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল জাতীয় যুব নীতি তৈরি করতে হবে। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা 'মেরা যুবা ভারত' গঠন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ব্রিগেডে প্রতিষ্ঠিত হোল শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের বাংলা। স্বামী প্রণবানন্দ মনে করতেন শুধু নয় তিনি মানতেন এই বাংলায় হিন্দুদের হাল ধরতে পারেন একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ। মহাপ্রয়াণের পূর্বে স্বামী প্রণবানন্দ বাঙালি হিন্দুদের দায়িত্ব তাকে দিয়ে যান। তার হাতে বাঙালি হিন্দুদের ভার দেবার জন্য ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাস কাশীধামে ভারত সেবাশ্রম সংঘ এর দুর্গাপূজার উৎসব- সম্মেলনের কয়েক দিন পূর্বে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ আচার্য্যদেব তার সঙ্ঘ সন্তানদের বলেছিলেন, 'শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এস'। সঙ্ঘ সন্তানগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ কি এখন কাশীতে এসেছেন?' আচার্য্যদেব বলিলেন, 'হ্যাঁ, এসেছে, খুঁজে দেখ।' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তখন সপরিবারে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। সংঘ সন্তানরা তার কাছে গিয়ে স্বামী প্রনবানান্দের কথা বললেন। মহাষ্টমীর দিন সকালেই শ্যামাপ্রসাদ আশ্রমে গিয়ে মায়ের চরণে অঞ্জলি দিলেন এবং স্বামীজী মহারাজেরও দর্শন এবং আশীর্বাদ নিলেন। স্বামী প্রাণবানন্দজী সকল ব্যক্তিবর্গের সামনেই বললেন, 'বাঙ্গালি জাতির সামনে দাঁড়ানোর একটা লোক ঠিক করে দিয়ে গেলাম। আহা! আমার ভাব শ্যামাপ্রসাদই কিছুটা বুঝেছে।' স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের তিরোধানের প্রায় সাত বৎসর পরে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ভারত ত্যাগের আয়োজন করল । ভারতের রাষ্ট্রনেতারা ইংরেজের রাজনৈতিক জুয়া খেলার সঙ্গে মেতে রাজা গোপালাচারীর পরিকল্পনাকে (C.R.Formula) স্বীকারপূর্ব্বক ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান দুই ভাগ করার পরিকল্পনা এবং সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানে ঠেলে দেবার বাবস্থা করলো। কিন্তু বাংলা মায়ের বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ সেই চক্রান্তের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন। যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, সমগ্র বঙ্গবাসী ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার নিঃশ্বাস পেলো। আমরা বঙ্গবাসীরা চেয়েছিলাম এমন একটা বাংলা যেখানে সবাই মাথা তুলে দাঁড়াবে। ব্রিগেডে শ্যামাপ্রসাদের সেই স্বপ্নের বাংলার সাক্ষী হল আপামর বঙ্গবাসী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই বঙ্গভূমি রূপান্তরিত হবে সোনার বাংলায়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই শুভেন্দু বলেছেন, 'আমি সবার মুখ্যমন্ত্রী'। বাংলার আপামর মানুষ অপেক্ষা করে আছে শুভেন্দুর নেতৃত্বে উন্নয়নের বাংলা দেখতে।

দিল্লি থেকে বাংলায় নতুন অধ্যায়

অহংকারী ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটিয়ে রাতারাতি সরকারে বিজেপি

বেবি চক্রবর্তী

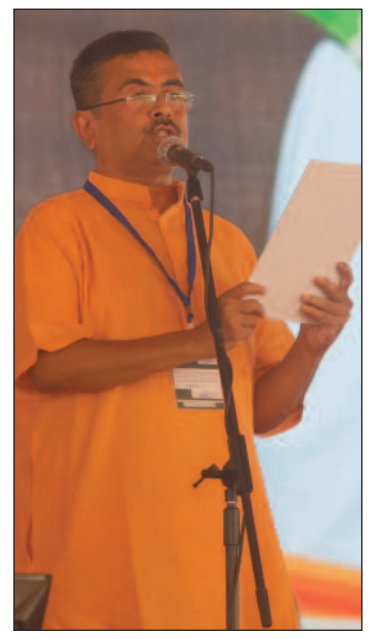

বিপুল জনসমর্থনের জোয়ারে ভেসে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে লেখা হলো এক নতুন অধ্যায়। দীর্ঘদিনের শাসন শেষে রাজ্যের ক্ষমতার মসনদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হল তৃণমূল কংগ্রেস। রাতারাতি পরিবর্তনের এই ঝড়ে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে তাঁদের সংগঠনগত ভিত, আর সেই সুযোগে দৃঢ়ভাবে উঠে এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, যারা স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠনের পথে অনেকটাই এগিয়ে। এই নির্বাচনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং আলোচিত ফলাফল এসেছে দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। বহুবারের জয়ী এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে এই কেন্দ্রে পরাজিত করেছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই ফলাফল শুধু একটি আসনের পরিবর্তন নয়, বরং তা রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই জয়-পরাজয়ই মূলত পরিবর্তনের স্রোতকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরেছে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীনতা লাভের পর বা ক্ষমতা হস্তান্তরের পর চলেছিল দীর্ঘ বছর কংগ্রেসের শাসন । কোটি মানুষের রক্তের ওপর হয়েছিল দেশ বিভাজন ক্ষমতার রাজনীতি। এরপর ৩৪ বছর চলেছিল বামফ্রন্টের শাসন। ২০১১ সালে এই বামফ্রন্ট সরকার কে সরিয়ে মানুষ সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসকে। এরপর ২০২৬ সালে ৪ঠা মে রাতারাতি বদলে গেল ঔদ্ধত্যের শাসন ব্যবস্থা। এই জনতা বেঁছে নিয়েছে বিজেপির পদ্ম ফুল কে। ঘাস ফুলের স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের অবসান হল।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে;উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে দক্ষিণবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চল;প্রায় সর্বত্রই গেরুয়া ঝড়ের দাপট স্পষ্ট। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আসনে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীদের পরাজয় প্রমাণ করে যে জনমতের একটি বড় অংশ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। নির্বাচনের রাখাও নতুন সরকারের কাছে বড় পরীক্ষা। এই নির্বাচনী ফলাফল নিছক একটি সরকার পরিবর্তন নয়; এটি বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। দীর্ঘদিনের একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে নতুন শক্তির উত্থান রাজ্যে।

২৫ শে বৈশাখ শপথ গ্রহণ বাংলায় নব বিজেপি সরকারের। এবার ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে কোন পথে নিয়ে যাবে, তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত একটাই স্পষ্ট;বাংলার রাজনীতিতে শুরু হয়েছে এক নতুন অধ্যায়, যার দিকে নজর রাখছে গোটা দেশ। এযেন জনপ্রতিনিধির জন সেবায় বদলে তোষণের রাজনীতি কে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ জনগণ গণতন্ত্রের ক্ষমতা প্রমাণ করে দিল প্রয়োজনে গদিচ্যুত করাও সম্ভব।

চর্চাবাসর ১৪৪

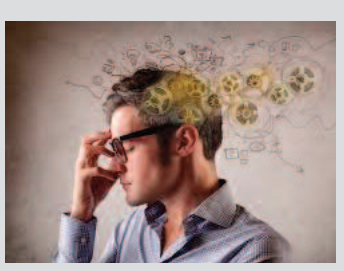

বাংলা শব্দ আবেগ (abeg)-এর অর্থ হলো অনুভূতি, আবেগ বা আকস্মিক আবেগ। এটি একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত তৎসম (tatsama) শব্দ। সংস্কৃত শব্দ আবেগ (āvega)। সংস্কৃত মূল वিজ্ (vij), যার অর্থ 'কম্পিত হওয়া,' 'কাঁপতে থাকা,' বা 'আতঙ্কিত/বিচলিত হওয়া'। উপসর্গ তীব্রতা বা দিক বোঝাতে आ (ā) উপসর্গটি যোগ করা হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে তৃণমূল অফিস ঘিরে বিতর্ক

মিলল সাদা থান কাপড় ও পুরনো জব কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তৃণমূলের পার্টি অফিস খুলতেই রহস্যের পর্দা ফাঁস। পার্টি অফিস থেকে বের হল থান কাপড় ও কয়েকশো জব কার্ড। এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল এলাকায়। এবারের ঘটনা আরামবাগ বিধানসভার ডোঙ্গল এলাকার। অভিযোগ তৃণমূলের এই পার্টি অফিসটি এলাকার মানুষের কাছে বাস্তিল দুর্গের মতো ছিল। সেখানে তৃণমূল বেআইনি কাজ কর্ম করছিল বলে অভিযোগ। এমনকি এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পার্টি অফিসে ডেকে মারধর করা হতো। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপি

কর্মীদের বাড়িতে থান কাপড় পাঠানো হবে এবং গৃহবধূদের বিধবা করা হবে বলে ওই সাদা থান কাপড় তৃণমূল পার্টি অফিসে রাখা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু বিজেপি সরকার গঠন করার পরেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এদিন অফিস খোলাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সালেপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই দলীয় কার্যালয়টি ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বন্ধ ছিল। রবিবার সকালে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা একাংশ সেখানে জড়ো হন। তৃণমূল কর্মীদের উপস্থিতিতে কার্যালয়ের তালা খে লা হয়। অফিসের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় কয়েকটি লাঠি, পুরনো জব কার্ডের বই, ফাইলপত্র ও থান কাপড়। ঘটনাকে ঘিরে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, বিরোধী কর্মীদের ভয় দেখানো ও অত্যাচারের উদ্দেশ্যেই এইসব সামগ্রী সেখানে রাখা হয়েছিল। এমনকি অতীতে ওই কার্যালয়ে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্রও মজুত থাকত বলে অভিযোগ তোলেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি নেতা সরোজ কুমার লাগা বলেন, 'স্থানীয় সূত্র মারফত খবর পেয়েই তারা সেখানে গিয়েছিলেন।' সন্দেহের ভিত্তিতেই পার্টি অফিস খুলে দেখা হয় বলে তাঁদের বক্তব্য। পাশাপাশি, অতীতে ওই কার্যালয়ে তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের তুলে এনে মারধরের অভিযোগও তোলেন তাঁরা। বিজেপির দাবি, এলাকায় শান্তি ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন।

বিজেপির জয়ে মাথা মুণ্ডন করে পুজো দিলেন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: তৃণমূল জামানায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর লাগাতার অত্যাচার, মারধোর, সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে মাথা মুণ্ডন করে কালি পুজো দেবেন। সেইমত শনিবার ব্রিগেড যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী শপথ নিচ্ছেন তখন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জে মাথা মুণ্ডন করে প্রতিজ্ঞা পালন করলেন [illegible] কর্মীরা। নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে এলাকায় বহু অত্যাচার, সংগ্রামের স্মৃতি উস্কে কালীপুজোর আনন্দে মাতলেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পারঘুমটির ২৫০ নম্বর বুথে। ২০১১ সালে ২ জুলাই ২৪৯ নম্বর বুথ, বর্তমান ২৫০ নম্বর বুথের পঞ্চায়েতে সদস্য নিতাই পদ রায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাকে তৃণমূলের প্রধান শ্যামল মণ্ডল আক্রমণ করে। সে কথা শুনে তার ছেলে দীনবন্ধু রায় বাঁচাতে গেলে তাকে আক্রমণ করে প্রধান ও তার অনুগামীরা। তারপর বাঁচার জন্য পিতা এবং পুত্র নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। নদী সাঁতরে সন্ধ্যা সাতটা নগাদ সুন্দরবন জঙ্গলে গিয়ে ওঠে। তারপর রাত্রে ১টা নাগাদ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আবার নদী সাঁতরে বাড়িতে ফিরে আসে। জলে কুমির আর জঙ্গলে বাঘের ভয়কে উপেক্ষা করে কোন মতে বাড়ি ফিরে তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং অসুস্থ হয়ে যায়। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিল তৃণমূলকে হটিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করলে মাথা মুণ্ডন করে কালী পুজো দেবেন। নতুন বিজেপি সরকার ব্রিগেডে শপথ নিতেই কালী পুজোর মানত মত মাথা মুণ্ডন করে পুজা দিলেন পারঘুমটি মিতালী সংঘের মাঠে। বিজেপি কর্মী নিতাইপদ রায় বলেন, 'বিজেপি সরকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকার হয়েছে, আমরা সেই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে আজ জয়লাভ করেছে আগামী দিনেও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সমস্ত কার্যকর তাদের পাশে থাকব।'

কবিগুরুর স্মরণে বর্ধমান ছন্দম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন হলো প্রভাতফেরি ও নৃত্যানুষ্ঠান মাধ্যমে। শহর বর্ধমানে দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান করে আসছে। শহর পরিক্রমা করে মূল অনুষ্ঠান হয় বর্ধমান টাউন স্কুলে। বিভিন্ন পর্যায়ের গান নিয়ে নৃত্যালেখ্য 'সুরের গুরু' যার ভাষ্য রচনা করেন শ্রাবণী দাস। পাঠে ছিল সৃজন। নৃত্য পরিচালনায় ইন্না মেহবুব মুদ্রা। স্মৃতি পর্ণা সাহা, সব্যসাচী কোনার, মোশারফ আজম, বনানী রায়-এর আবৃত্তির পর ছিল রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যর অংশ বিশেষ দুই কন্যা, চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট তবলা বাদক মানিক মজুমদার, প্রধান অতিথি ছিলেন টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শামীম হোসেন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন টাউন স্কুল প্রাক্তনী সভাপতি পল্টু তা, সম্পাদক বিশ্বজিৎ মল্লিক, সহ সম্পাদক দেবাশীষ দে, শ্যামা প্রসাদ চৌধুরী, অনুপম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ছন্দমের কোষাধ্যক্ষ সমরনাথ বণিক। উপস্থিত ছিলেন শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা মেহবুব হাসান। সহ উদ্যোগে 'প্রাক্তনী' বর্ধমান টাউন স্কুল।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2121/25-26/2nd Call Dated 08.05.2026	Construction WOODEN BRIDGE at Panchpota Santinagar & Natundiyara Sitala Mandir in ward no-03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.4,80,288.00

Bid Submission end date: **19.05.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

বালুরঘাটে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক বড়সড় পদক্ষেপ নেওয়া হল। রবিবার বালুরঘাটের ভারত সেবাশ্রম সংঘের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুটি অত্যাধুনিক 'অ্যাডভান্সড লাইফ সাপোর্ট' অ্যাম্বুল্যান্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মূলত সংকটাপন্ন রোগীদের দ্রুত এবং সুরক্ষিতভাবে হাসপাতালে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। বালুরঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ীর বিশেষ উদ্যোগে এবং 'পেট্রোনেট এলএনজি লিমিটেড'-এর আর্থিক সহযোগিতায় এই অ্যাম্বুল্যান্স দুটি আনা হয়েছে। এদিন ডঃ লাহিড়ী সবুজ পতাকা নেড়ে অ্যাম্বুল্যান্সের যাত্রার সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রহ্মণ্যম টি-সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অ্যাম্বুলেন্সগুলি সাধারণ যানের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। এতে রয়েছে ভেন্টিলেটর, সার্বক্ষণিক অক্সিজেন সাপোর্ট এবং ইসিজি মনিটরের মতো জীবনদায়ী সরঞ্জাম। চিকিৎসকদের মতে, পথ দুর্ঘটনা বা হৃদরোগের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে অনেক সময় রোগীকে অন্য শহরে স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। এই যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা থাকায় পথিমধ্যেই রোগীকে আইসিইউ-এর মতো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল, জাতীয় সড়কে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা কেউ হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে উন্নত পরিবহণের অভাবে সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করা যেত না। নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই আক্ষেপ মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'গোল্ডেন আওয়ার' বা স্বর্ণালী সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, যা এই অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী জানান, জনকল্যাণ এবং মানবিক সেবার কথা মাথায় রেখেই এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকেও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

গোঘাটে তৃণমূল কর্মীর রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর আরও এক রহস্যজনক মৃত দেহ উদ্ধার। এবারের ঘটনা আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের নকুন্ডা এলাকার। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের পিছন থেকে তৃণমূল কর্মীর রহস্য জনক মৃত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম সহদেব বাগ। তিনি নকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা চায়না বাগের স্বামী বলে জানা গিয়েছে। মৃত সহদেব বাগও সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই নিখোঁজ ছিলেন সহদেব বাগ। রবিবার সকালে এলাকার এক বাসিন্দা ফুল তুলতে গিয়ে দলীয় কার্যালয়ের পিছনে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোঘাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এই ঘটনায় মৃতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তৃণমূল করার কারণেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সহদেব বাগকে খুন করেছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার

করে দাবি করেছে, এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নকুন্ডা অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি অসীম দোলুই বলেন, 'কি করে খুন হল জানি না। তবে এই ধরনের ঘটনা খুবই নিন্দা জনক। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসি। পুলিশ প্রশাসন বিষয়টা দেখছে। তৃণমূলের কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল না। দলে ভাইয়ের ভাইয়ের ঝগড়া হতে পারে। তবে এই ধরনের ঘটনা তৃণমূল কখনওই ঘটাবে না। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক, কিভাবে খুন হল।' অপরদিকে স্থানীয় বাসিন্দা শশাঙ্ক ধর বলেন, শনিবার বিকালে দেখা হয়েছিল বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। মাংরুল যাচ্ছে বলে সে জানিয়েছিল। তারপর আর দেখা হয়নি। সকাল বেলা পার্টি অফিসের পাশে একজন ফুল তুলতে গিয়ে ওর বডি দেখতে পায়। প্রথমে চেনা যাচ্ছিল না। পরে সহদেব বাগ বলে চেনা যায়। ওনার স্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা।' অন্যদিকে গোঘাটের বিজেপি নেতা প্রশান্ত দিগার বলেন, 'বিজেপি কোনও ভাবেই হিংসার সঙ্গে জড়িত নয়। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। তাছাড়া ওনার হার্টের রোগ ছিল বলে শোনা যাচ্ছে। প্রচন্ড মদ খেতেন। তবে সমস্ত বিষয় পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।' পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরবর্তীতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়।

মাধ্যমিকে সাফল্যের নজির, ভবেশ মাহাতোর পাশে লক্ষ্মীকান্ত সাউ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: অভাবকে সঙ্গী করেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করেছে ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্র ভবেশ মাহাতো। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে হয়েও এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ৬৬৬ নম্বর পেয়ে এলাকার মুখ উজ্জ্বল করেছে। তার এই সাফল্যে খুশির আবহ গোটা এলাকাজুড়ে। প্রতিবেশী থেকে শুরু করে

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেও ভবেশ এখন অনুপ্রেরণার নাম। রবিবার ভবেশ মাহাতের বাড়িতে পৌঁছে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। এদিন তিনি ভবেশের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে মিষ্টিমুখ করান এবং ভবিষ্যতে পড়াশোনার জন্য সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, 'অভাব কখনও মেধাকে থামিয়ে রাখতে পারে না। ভবেশ যেভাবে প্রতিকূলতার মধ্যেও এত ভালো ফল করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে ও আরও বড় সাফল্য অর্জন করুক, সেই কামনা করি। পড়াশোনার ক্ষেত্রে যা যা সহযোগিতা দরকার, আমরা সবসময় পাশে থাকব।' বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশি ভবেশের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার অনেকেই মনে করছেন, ভবেশের এই সাফল্য আগামী দিনে অন্য পড়ুয়াদেরও অনুপ্রাণিত করবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ALLAHABAD

জোনাল অফিস আসানসোল
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮ জি.টি রোড (পশ্চিম)
আসানসোল-৭১৩৩০৪, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

পানাগড় ক্যান্টনমেন্ট শাখার জন্য
শাখা/অফিস প্রাঙ্গণ ইজারা নেওয়ার দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাংক, একটি পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, **পানাগড় ক্যান্টনমেন্ট শাখা, গ্রাম এবং থানা কাঁকসা, সাবডিভিশন দুর্গাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ** শাখা স্থানান্তরের জন্য ১৫ বছরের ইজারা মেয়াদে প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত, বাণিজ্যিক এলাকায় ভালো দৃশ্যমানতা ও পার্কিং সুবিধাযুক্ত, ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এলাকার, নিচতলার অফিস প্রাঙ্গণের (তৈরি/নির্মাণাধীন) ইচ্ছুক মালিকদের কাছ থেকে ২-বিড পদ্ধতিতে (কারিগরি ও আর্থিক) দরপত্র আহ্বান করছে।
টেন্ডার ফরম ০৭.০৫.২০২৬ **থেকে** ২২.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এর জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুকূলে ডিডি/আইওআই-এর মাধ্যমে ২৫০ টাকা (দুইশত পঞ্চাশ টাকা) (অফেরতযোগ্য) প্রদান করতে হবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২-০৫-২০২৬।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক,
জোনাল অফিস আসানসোল, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮, জি. টি. রোড (পশ্চিম), আসানসোল -৭১৩৩০৪, পশ্চিমবঙ্গ

ব্যাংক কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত টেন্ডার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
বিস্তারিত তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট **www.indianbank.in** থেকে পাওয়া যাবে।

জোনাল ম্যানেজার,
ইন্ডিয়ান ব্যাংক, আসানসোল জোন

মদ্যপ যুবকের ছুরি হাতে তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সাইকেল স্ট্যান্ডে এক মদ্যপ যুবকের ছুরি হাতে তাণ্ডবে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এলাকায়। জানা গিয়েছে, সিটি সেন্টারের বাসস্ট্যান্ডের সাইকেল স্ট্যান্ডটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পরিচালনা করেন। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই ঝন্টু ধারা নামে এক যুবক ওই সাইকেল স্ট্যান্ড দখলের উদ্দেশ্যে সেখানে কর্মরত মহিলাদের হুমকি দিয়ে আসছিল। অভিযুক্ত যুবক মদ্যপ অবস্থায় সাইকেল স্ট্যান্ডে এসে ধারালো ছুরি হাতে মহিলাদের ভয় দেখাতে শুরু করে। অভিযোগ, এক পর্যায়ে তিনি এক মহিলার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে পার্কিং ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সেখানে উপস্থিত অন্যান্য মহিলারাও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ অভিযুক্ত ঝন্টু ধারাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে দলীয় কার্যালয়, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেজন, মালদা: ইংরেজবাজারের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে প্রায় ২৪ বিঘা দেবত্বর সম্পত্তির দখল করার অভিযোগকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো। এমনকি ওই দেবত্ব সম্পত্তিতে তৃণমূলের আস্ত একটি পাকাপাকিভাবে পার্টি অফিস গড়ে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেখানেই বেআইনি মদ ও জুয়ার ঠেক চলছে বলেও অভিযোগে সোচ্চার হয়েছেন একাংশ বাসিন্দারা। রবিবার এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের ওই পার্টি অফিসের সামনে দেবত্বর সম্পত্তি দখলমুক্ত দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। আর এই ঘটনায় এদিন সকাল থেকে দফায় দফায় চরম উত্তেজনা তৈরি হয় ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহান্ন বিঘায় এলাকায়।

এদিকে এদিন ওই এলাকায় উত্তেজনার খবর জানতে পেরেই ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এবং বিজেপির দাবি, প্রায় ২৪ বিঘা দেবত্বর সম্পত্তি দখল করে রেখেছে এলাকার তৃণমূল নেতা তথা ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিশ্বজিৎ সেন-সহ তার দলবল। এমনকি এই জায়গায় পার্টি অফিসের নামে জুয়া ও মদের আসর বসানো হচ্ছে। অবিলম্বে তৃণমূলের এই ঠেক তুলে না দেওয়া হলে লাগাতার আন্দোলন শুরু হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় ২৪ বিঘা মন্দিরের জায়গা রয়েছে। সেই জায়গা বিগত পনেরো বছর ধরে দখল করে রেখেছে ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী তথা তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ সেন বলে অভিযোগ। সরকার পরিবর্তন হতেই এদিন এলাকার বিজেপির নেতাকর্মী এবং গ্রামবাসীরা সেই জায়গা দখল করতে যায়। আর যাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ সেন বলেন, 'আমরা কোনও দেবত্বর সম্পত্তি দখল করি নি। এই জায়গাটি সংশ্লিষ্ট এলাকার এক ইঁটভাটা মালিকের। তার কাগজপত্র রয়েছে। এখন বিজেপি নেতৃত্ব জোর করে মিথ্যা অভিযোগ করছে।' ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসী ও এলাকার নেতৃত্বদের বসে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বেআইনি জবরদখল হলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খৈতান ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (লিকুইডেশন)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : বজরং কুঞ্জ, রুম নং ৪১২ ও ৪১৩,
২বি, গ্রান্ট লেন, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১২
যোগাযোগ ৯৮৩১০৮৪৭৪৫ / ০৩৩-২২১১৮৮০০, ইমেল আইডি cirp.kel@gmail.com

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কারাপসি কোড, ২০১৬ এবং তদনুসারে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন সারণীতে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com**-এর মাধ্যমে কোনো প্রকার প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই **"যেমন আছে যেখানে আছে, যা কিছু আছে এবং কোনো প্রতিকার ছাড়াই"** ভিত্তিতে ই-নিলামে বিক্রি করা হবে।

উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.০৬.২০২৬
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.০৬.২০২৬
পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ	০১.০৬.২০২৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা)
ই-নিলামের তারিখ	**১০.০৬.২০২৬** সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত (সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা)

লট নং	বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি (টাকায়)	নিলামের সময় নিলামের তারিখ
১.	মুক্ত জমি সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ২০.৫২ একর, মৌজা : সাঙ্গুর, পঞ্চায়েত : প্রতাপনগর, থানা : সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ	৪,৮৯,২৯,৩১০ টাকা	৪৮,৯২,৯০০ টাকা	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা

১. সম্পত্তির বিবরণ, যেমন দাগ নম্বর ইত্যাদি, নিলাম সাইটে থাকা প্রসেস মেমোরান্ডামে দেখা যেতে পারে। আগ্রহী আবেদনকারী অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতা, মানদণ্ড, দরদাতার ঘোষণা, ইএমডি-র প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিবরণ সম্বলিত প্রসেস মেমোরান্ডামে দেখতে পারেন, যা পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে ১২ মে ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ৭ জুন ২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত ওয়েব পোর্টাল অর্থাৎ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** থেকে অথবা **cirp.kel@gmail.com** ই-মেইলে লিখে পাওয়া যাবে।
২. লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ, বাতিল, বর্ধিত বা পরিবর্তন ইত্যাদি করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তিনি কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখেন।
৩. এতদ্বারা উল্লিখিত ৩ নং ধারায় অঙ্গীকারপত্রে এই মর্মে উল্লেখ করতে হবে যে, সম্ভাব্য দরদাতা কোডের ২৯এ ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো অযোগ্যতার আওতাভুক্ত নন। সম্ভাব্য দরদাতারা অবগত থাকবেন যে, যেকোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, আইবিবিআই-এর ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ইএমডি অবশ্যই ব্যাংকনেট পোর্টালের মাধ্যমে ই-ওয়ালেটে অর্থ যোগ করে এবং সংশ্লিষ্ট নিলামের জন্য "পার্টিশিপেট" বোতামে ক্লিক করে প্রদান করতে হবে। যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর কর্তৃক শনাক্ত করা হবে এবং **www.baanknet.com** পোর্টালে অনলাইন ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের অবহিত করা হবে। আগ্রহী দরদাতাকে নিলামের জন্য তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে।
৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com**-এর মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোডের ধারা ২৯এ -এর অধীনে যোগ্যতার অঙ্গীকারপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতারা ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেবেন।
৭. উপরে ৩ নং ধারায় উল্লিখিত অঙ্গীকারপত্রে উল্লেখ করতে হবে যে, সম্ভাব্য দরদাতা কোডের ২৯এ ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো অযোগ্যতার শিকার নন। সম্ভাব্য দরদাতারা লক্ষ্য করবেন যে, যেকোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখের আইবিবিআই সার্কুলার নং IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

কমলেশ কুমার সিংহানিয়া
খৈতান ইলেকট্রিক্যালস লি. (লিকুইডেশনে) এর লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00023/2016-17/10050
এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
cirp.kel@gmail.com (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.০৫.২০২৬

ঘন ঘন বৃষ্টিপাত, কালবৈশাখীতে মাথায় হাত ধান চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তীব্র দাবদাহের মরশুমেও মালদায় চলছে ঘন ঘন বৃষ্টিপাত এবং কালবৈশাখী ঝড়। আর এতেই মাথায় বাজ পড়েছে পুরাতন মালদা ব্লকের শতাধিক ধান চাষিদের। জেলার অন্যান্য ব্লকের থেকে পুরাতন মালদায় বেশি ধান চাষ হলেও, জমিতে বৃষ্টির জল জমে থাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ চাষিদের। এই পরিস্থিতিতে অপরিপক্ক অবস্থায় ধান জমি থেকে কেটে নিচ্ছেন চাষিরা। ধান গাছ অসময়ে কেটে সস্তার দরে বিক্রি করতে হচ্ছে ধান চাষিদের। ধান চাষিদের অভিযোগ, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের এখনও পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহ জুড়ে দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে। আর এতেই পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর, মহিষবাথানি, যাত্রাডাঙা, মঙ্গলবাড়ি-সহ একাধিক

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলির কয়েক হাজার বিঘা ধানের জমি জলে ডুবে গিয়েছে। ইতিমধ্যে চাষিরা ডিঙি নৌকা করেই জমির অপরিপক্ক ধান কাটার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে বোরো ধানের ফলন যেমন মার খাবে। ঠিক তেমনি প্রচুর লোকসানের মুখে পড়তে হবে চাষিদের বলে দাবি করা হয়েছে। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন বোরো ধানের মরশুম। ইতিমধ্যে ধান পাকতে শুরু করেছে। কোনও কোনও জমি থেকে আবার বোরো ধান তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রাডাঙা, মহিষবাথানি, সাহাপুর, মঙ্গলবাড়ি ভাবুক-সহ একাধিক এলাকায় এবারের বিপুল সংখ্যক জমি জুড়ে বোরো ধান চাষ হয়েছে। কিন্তু বৈশাখ মাস জুড়েই লাগাতার বৃষ্টি ও কালবৈশাখী ঝড়েই যেন নাজেহাল অবস্থা ধান চাষিদের। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুর এলাকার ধানচাষি বীরবল মণ্ডল, সুবল মণ্ডল বলেন, 'আমাদের ৮ থেকে ১০ বিঘা মতন ধানি জমি রয়েছে। এপ্রিল এবং মে মাস জুড়ে তীব্র দাবদহ থাকে মালদা জেলা জুড়ে। কিন্তু এবারে তো উল্টোটা হচ্ছে। এরকম প্রতিকূল আবহাওয়া গত ৫০ বছরের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। এই সময় ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছুঁয়ে যায়। কিন্তু সেখানে ঘনঘন বৃষ্টিপাতের জেরে ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রির মধ্যে তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে। আর এতেই অধিকাংশ জমিতে ধান পাকতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। যদিও বা কোনও এলাকায় ধান পেকেছে, কিন্তু বৃষ্টিতেই সেইসব ধানের জমি ডুবে গিয়েছে। যার জন্য কাঁচা ও পাকা ধানের গাছ কাটতে শুরু করেছেন চাষিরা।' বর্তমান সময়ে বোরো ধান ২২০০ টাকা কুইন্টাল রয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির জলে ধানের জমি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি জমি থেকে ধান গাছ কাটা হচ্ছে। বাজারের ১৪০০ টাকা কুইন্টাল দরে বিক্রি হচ্ছে না। রৌদ্রতে ভেজা ধান শুকাতেও কাল ঘাম ছুটছে। বিজেপি পরিচালিত পুরাতন মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী জানিয়েছেন, 'এবারের মতোন অসময়ে বৃষ্টি বিগত কয়েক বছরেও লক্ষ্য করা যায় নি। স্বাভাবিক কারণেই অনেক এলাকায় ধানের জমিতে নাকি জল জমে গিয়েছে। চাষিরা যাতে ক্ষতির মুখে না পড়ে সে ব্যাপারেও প্রশাসনকে জানানো হবে।'

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
মোবাইল নং : ৭৯৮০৯২০২৫৩ এবং ৭৯৮০৩৫১৫২১
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাংক লি. -এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছি, যেখানে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদেরকে দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ, তার উপর প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জসহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লি. উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থসহ অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ আরোপ করবে।
সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	**শুভ দে (ঋণগ্রহীতা) এবং সঙ্গীতা দাস (সহ ঋণগ্রহীতা)** লোন এ/সি নং ০১৮৪৬৭৫১০০০০৮৯৬৯, ০১৮৪৬৭৫১০০০০৮৯৭৬, ০০১২৬৭৫১০০০৬৯১০০	১. ২৪.০২.২০২৬ ২. ০৭.০৫.২০২৬ ৩. ২১,৬৯,৫৫৯.০০ টাকা (একুশ লাখ উনসত্তর হাজার পাঁচশ উনষাট টাকা) ১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.১২.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমির পরিমাপ ১৩ কাঠা ১৫ ছটাক ৬ বর্গফুট (কমবেশি) জি-৪ অ্যাপার্টমেন্ট নাম প্রান্তিক অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং -১০৪, দোতলায়, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৭ বর্গফুট, মৌজা- বন্দিপুর, আইডিয়াল স্কুল রোড, জেএল নং -১৭, এলআর দাগ নং ৯১৬ এবং ৯১৬/২০১৭, এলআর খতিয়ান নং ১৯৯২, ২০৭/১, ১২৬২, ৩৪১/১, ৬২৯/১ এবং ১০৯৭, ওয়ার্ড নং ৪, পুরসভা হোল্ডিং নং ১২/৩৯, খড়দহ পুরসভা , থানা : খড়দহ, এডিএসআর -সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১৮। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। পশ্চিমে : শ্রী সুহাষ ভট্টাচার্য এবং শ্রী নবীন ওরাঁও এর ভবন। উত্তরে : শ্রী রতন রাহা এর ভবন। দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬ স্থান : খড়দা, উত্তর ২৪ পরগনা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

১৫ বছর পর ফের রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী পেল বাঁকুড়া, ক্ষুদিরাম টুডুকে ঘিরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দীর্ঘ ১৫ বছর পর রাজ্যের পূর্ণ মন্ত্রী পেল বাঁকুড়া। গতকালই পরিবর্তনের সরকারে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন রানিবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু। রবিবার ক্ষুদিরাম টুডু জেলাতে পৌঁছাতেই, বিজেপি কর্মীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা আর অভিনন্দনের বন্যা লক্ষ্য করা যায়। বাঁকুড়া জেলায় শেষ পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন বাম আমলের পার্থ দে। তারপর থেকে আর বাঁকুড়ার কোনও জনপ্রতিনিধি পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পাননি। স্বাধীনতার পর বাম আমল হোক বা তৃণমূল আমল একাধিকবার বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল থেকে নির্বাচিত একাধিক জনপ্রতিনিধি রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেও কোনও দিনই পূর্ণমন্ত্রী পায়নি জঙ্গলমহল। অতীতের সেই রেকর্ড ভেঙে প্রায় দেড় দশক পর যেমন বাঁকুড়ার ভাগ্যে জুটেছে পূর্ণমন্ত্রী তেমনই

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে প্রথমবারের জন্য পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন ক্ষুদিরাম টুডু। মন্ত্রী হিসাবে গতকাল শপথ নেওয়ার পর রবিবার প্রথম ক্ষুদিরাম টুডু পৌঁছান বাঁকুড়ায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে। কার্যালয়ে পৌঁছাতেই ফুলের তোড়া আর শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যান ক্ষুদিরাম টুডু। ক্ষুদিরাম টুডুর দাবি, দপ্তর পাওয়ার পর একদিকে যেমন এতদিন ধরে দেওয়া ভুয়ো তপশীলী, উপজাতি সংশাপত্র বাতিল করার ব্যপারে উদ্যোগ নেবেন তেমনই স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করে জঙ্গলমহলে বন্ধ হয়ে পড়া স্কুলগুলিকে পুনরায় চালু করাই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও পানীয় জল, রাস্তাঘাট-সহ জঙ্গলমহলের পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ পদক্ষেপ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নব নির্বাচিত বিধায়ক।

শান্তির বার্তা দিলেন ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীরা

খোলা হল বিজেপি কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: ২০২১-এর স্মৃতি আজও টাটকা। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল জামালপুরের আজাপুর ও মশাগ্রাম স্টেশন বাজার এলাকা। দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল দলীয় কর্মকাণ্ড, ঘরছাড়া হতে হয়েছিল বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থককে। অবশেষে সেই কান্নার অবসান ঘটিয়ে এক অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে মশাগ্রাম স্টেশনে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন কার্যালয়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, ২০২১ সালের নির্বাচনের পর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মশাগ্রাম স্টেশন বাজার এলাকায় বিজেপির পূর্বতন কার্যালয়টি জোরপূর্বক বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, নেপাল সাহা ও ফকিরদের মতো ছোট ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বহু কর্মীকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এমনকি কর্মীদের চোখের জলে ভিজিয়েই জোর করে দেওয়াল লিখন মুছিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনার সাক্ষী ছিল এই এলাকা।

বিজেপি কর্মীদের সেই দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব করতে এগিয়ে আসেন বিজেপি নেত্রী সৈয়দ সেরিনা। তাঁর শ্বশুর মশাইয়ের একটি নিজস্ব ঘর তিনি দলীয় কর্মীদের হাতে তুলে দেন স্থায়ী কার্যালয় হিসেবে। এদিন কোনও আস্ফালন বা রাজনৈতিক উত্তাপ নয় বরং এক অত্যন্ত সংযত এবং অভিনব উপায়ে কার্যালয়টি উদ্বোধন করা হয়। হাতে 'শান্তির বার্তা' লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে মৌন মিছিল করে দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করেন বিজেপি কর্মীরা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমেন হাজরা এবং নেত্রী সৈয়দ সেরিনা-সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজেপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় যে, তাঁরা কোনও রাজনৈতিক প্রতিশোধে বিশ্বাসী নন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি; অতীতের অত্যাচার ও চোখের জলের বদলা তাঁরা উন্নয়নের কাজ এবং মানুষের পাশে দাঁড়িয়েই দেবেন। সুদীর্ঘ লড়াই শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছেন মশাগ্রামের বিজেপি কর্মীরা।

মেমারিতে দখল হওয়া তৃণমূলের কার্যালয়ের চাবি তুলে দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সাধারণত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এক দলের বিরুদ্ধে অন্য দলের কার্যালয় দখল বা ভাঙচুরের খবর সামনে আসে। তবে অন্য এক ছবি ধরা পড়ল পূর্ব বর্ধমানের মেমারীতে। মেমারিতে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কার্যালয়ের চাবি খুলে তা তৃণমূলের পৌর প্রধানের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর কিছু অতি উৎসাহী বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা মেমারি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের দরজায় তালা মেরে দিয়েছিল, এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের দেওয়ালে পদ্মফুলও এঁকে দিয়েছিল সেই বিজেপি কর্মীরা। আর রবিবার বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের ঠিক পরের দিন সেই ১২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের চাবি খুলে মেমারি পৌরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পৌর প্রধান তথা ১২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন বিষয়ীকে তাঁদের দলীয় কার্যালয় ফিরিয়ে দিলেন মেমারি নগর বিজেপির নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। নির্বাচনী লড়াই ময়দানে থাকলেও, ফল প্রকাশের পর ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রতিহিংসা নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় দিলেন এদিন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। মেমারিতে বিজেপির এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার আলো দেখি য়েছে, অপরদিকে মেমারি বিধানসভায় ভয়ের পরিবেশ কাটিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

স্ত্রী'র দ্বিতীয় বিয়ের আক্রোশ!

বিয়ের দিনই স্ত্রীর কাকাকে গুলি করে খুন করল প্রাক্তন স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বিয়ের দিনেই প্রাক্তন স্ত্রীর কাকাকে গুলি। ঘটনায় গুরুতর আহত মহিলার কাকা। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের সিদুলি বেদ পাড়া এলাকায়। অন্ডাল থানার অন্তর্গত সিদুলি বেদপাড়ায়। রবিবার বেলা দুটো নাগাদ গুলি-কাণ্ডে আতঙ্ক ছড়ালো এলাকায়। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের কুরুড়িয়া ডাঙার পাড়ার শিবা বেদ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয় সিদুলি বেদ পাড়ার মাম্পি বেদের। স্বামীর অত্যাচারের জন্য বছর চারেক বাড়ি ছেড়ে সিদুলির বেদপাড়ায় তার কাকার বাড়িতে থাকত মাম্পি। রবিবার তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভিযোগ, বিয়ে সম্পন্ন হতেই হঠাৎ তার প্রাক্তন স্বামী দু'টি চারচাকা গাড়ি করে চার পাঁচ জন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এসে গুলি চালায় মাম্পির কাকাকে। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় মাম্পির কাকা চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে অন্ডাল থানার পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। ঘটনা প্রসঙ্গে মাম্পি বেদ জানান, তাঁর কাকা অন্য জায়গায় একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিয়ে সম্পন্ন হতেই হঠাৎ তার প্রাক্তন স্বামী শিবা বেশ কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে গুলি চালায়। গুলি করেই দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তার কাকা। হঠাৎ দিনে দুপুরে এভাবে গুলি চালানোর ঘটনায় স্বাভাবিক কারণেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

একাধিক সিদ্ধান্ত নিলেন বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সাধারণ মানুষের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে বসিরহাট দক্ষিণের নবনির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের বিধানসভার বিধায়ক সুরজিত মিত্র ওরফে বাদল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। শিক্ষার পরিবেশ ও জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে ভ্যাবলা হাই স্কুল মাঠ সংলগ্ন দলীয় কার্যালয় বন্ধ করে সেই জায়গা স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও, লেডি রানু মুখার্জী বালিকা বিদ্যালয়ের যাওয়ার পথের পাশে থাকা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয় অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একইভাবে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের রেললাইন সংলগ্ন দলীয় কার্যালয় নিয়েও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের স্বার্থে সকলের সহযোগিতা ও গঠনমূলক পরামর্শও আহ্বান করেছেন নবনির্বাচিত বিধায়ক। তিনি জানান, রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্বে এবারারের নির্বাচন হয়েছে। ফলে যা ফল হওয়ার হয়েছে। সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় আমাদের বহু মানুষ ঘরছাড়া। ভাঙচুর, লুটতরাজ চলছে। ভেড়ির মাছ লুট হচ্ছে। মোটা টাকার জরিমানা দিয়ে এলাকায় থাকার অনুমতি মিলছে। কিছু মানুষ এই উদ্যাম তান্ডব চালাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন ও নতুন সরকারের কাছে আমার অনুরোধ রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাক, এলাকার মানুষ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। পুলিশ

প্রশাসন কাজ করছে তবে তারা আরও উদ্যোগী হলে সাধারণ মানুষ নিস্তার পাবে। নতুন সরকারের প্রতিনিধিরাও বার্তা দিচ্ছেন, তবে কিছু মানুষ এই পালাবদলের সুবিধা নিয়ে এই অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। পাশাপাশি আমরাও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়েছি। আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে আদের আশ্বস্থ করছি, সাহস যোগাচ্ছি। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ ও কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছি বলে জানান বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সুরজিত মিত্র ওরফে বাদল।

মেমারিতে বিজেপির বিজয় মিছিল, খিচুড়ি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী, মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি এক ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে। হারা সিট জিতে দেখি য়েছেন বিজেপি প্রার্থী মানব গুহ। ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই এই জয়কে কেন্দ্র করে মেমারি শহর এবং সংলগ্ন গ্রামগুলোতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। আর মুখ্যমন্ত্রীর পদে রবিবার শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার পর এবং মন্ত্রিসভা গঠনের পর বিজেপি কর্মী এবং সমর্থকদের মধ্যে এই উৎসাহ দ্বিগুণ হয়েছে। রবিবার মেমারির তথা জেলার বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এবং দেবীপুর রাম কমিটির উদ্যোগে মেমারি বিধানসভার দেবীপুরে একটি বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। সকল দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে মিছিলে অগ্রভাগে পা মেলান বিজেপি নেতা ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মেমারি বিধানসভায় বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের পর, গোটা এলাকা এখন অকাল হোলির উৎসবে মেতে ওঠে। তার সাথে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয় দেবীপুরের আকাশ-বাতাস। দেবীপুর স্টেশন সংলগ্ন রাম মন্দির প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয় এই মিছিল, এরপর হাজিপুর মোড় থেকে দেবীপুর জিটি রোড মোড় এবং দেবীপুর জিটি রোড মোড় থেকে আবারও দেবীপুর স্টেশন বাজারে গিয়ে শেষ হয়। বিজয় মিছিলকে সামনে রেখে দেবীপুর স্টেশন সংলগ্ন রাম মন্দির প্রাঙ্গণে খিচুড়ি ভোগেরও আয়োজন করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

প্রতিশ্রুতি মতো বস্তিন দুর্গা মন্দির খুলল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছর পর খুলল আসানসোল বস্তিন বাজারের দুর্গা মন্দির। বিজেপি সরকারে আসতেই বিজেপি বিধায়কের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খোলা হল মন্দির। কোনও এক সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণে আসানসোল বাজারের ব্যস্ততম এলাকা বস্তিন বাজারে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল দুর্গা মন্দির। শুধু বেশ কিছু নিয়ম মেনে এই মন্দির খোলা হত। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর এই মন্দির রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে এই মন্দিরে পুজো দেওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল এলাকার বাসিন্দারা। ভোট ঘোষণা হওয়ার পর প্রথম তিনি উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসাবে এই মন্দিরেই পুজো দিয়ে যান। পরে তিনি প্রচার কাজ শুরু করেন। এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দেন বিজেপি সরকারে এলে এই মন্দির খোলা হবে। শুধু তাই নয় তিনি এই মন্দির খোলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমস্ত সম্প্রদায়কে সম্প্রীতির বজায় রাখার আহ্বান জানান।

হাউজিং কমপ্লেক্সে বর্ণাঢ্য রবীন্দ্রজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পূজা গঙ্গেস হাউজিং কমপ্লেক্সে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আবাসনের বাসিন্দাদের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সকল বয়সের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে মহিলাদের ও শিশুদের সক্রিয় উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে এক উষ্ণ ও পারিবারিক সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় পরিণত করে। অনুষ্ঠানের সূচনায় কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর শুরু হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। আবাসনের সেক্রেটারি সঞ্জয় সিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সকল অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন এবং আবাসনের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সৌহার্দ্যের প্রশংসা করেন। এছাড়াও আবাসনের প্রবীণ সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সকল বাসিন্দারা একসঙ্গে কবিগুরুর আদর্শ ও বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

নবদ্বীপের বিজেপি বিধায়ক শ্রুতি শেখরের বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জয়ের পর প্রথম বিজয় মিছিলে অংশ নিলেন নবদ্বীপের বিজেপি বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী। রবিবার নদিয়ার নবদ্বীপ ব্লকের চরব্রহ্মনগর কারগিল পাড়া এলাকায় গিয়ে সকলের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। একই সঙ্গে বিধায়ককে কাছে পেয়ে বরণ করে নেন সকলে। এরপরই কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিজয় মিছিলে হাঁটেন বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী। এদিন বিজয় মিছিলে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নবনির্বাচিত বিধায়ক জানান, বিভিন্ন জায়গায় এতদিন যারা তৃণমূল কংগ্রেস করত তারা হঠাৎ করে বিজেপির ঝান্ডা ধরে বিশৃঙ্খলা বাধানোর চেষ্টা করছে। তাতে নাম পড়ছে বিজেপির। সেইসব লোকেদের সাবধান করে দেন বিধায়ক। তীর্থ নগরী নবদ্বীপে কোনরকম হিংসা বরদাস্ত করা হবে না বলেও পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন। তিনি এও জানান লক্ষ নবদ্বীপবাসীর উন্নয়ন, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সবকিছুই নজরে থাকবে তাঁর।

ঝাড়গ্রামে আগুনে পুড়ে ছাই সাতটি দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ল ঝাড়গ্রাম শহরে। গভীর রাতের ভয়াবহ আগুনে মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে গেল একাধিক দোকান। শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়াল ঝাড়গ্রাম শহরে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের গ্রাসে চলে যায় সারিবদ্ধভাবে থাকা একাধিক দোকান। আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ঝাড়গ্রাম শহরের লোকাল বোর্ট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,

গভীর রাতে প্রথমে একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এরপর দ্রুত সেই আগুন পাশের দোকানগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় সারিবদ্ধভাবে থাকা সাতটি দোকান। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন ও ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সাতটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বিধায়ক হিসেবে নয়, 'রাজু' বলেই ডাকুক সকলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাঙা ঘর সেখান থেকেই মানুষের জন্য কাজ করার চিন্তা মানুষের পাশে থাকার চিন্তা উন্নয়ন করার চিন্তা। এমনটাই জানালেন গলসি বিধানসভা ২৭৪ জনগণের নবনির্বাচিত বিধায়ক রাজু পাত্র। তিনি জানান, সাধারণ জনগণ তাঁকেই চেয়েছে, দল তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে চান। এলাকায় যে সমস্ত অসুবিধাগুলো আছে সেই অসুবিধাগুলো যাতে সমাধান করা যায় তার সমস্যার সেই বিষয়েই তিনি কাজ করবেন। গ্রামের মানুষদের বক্তব্য, রাজু বরাবরই অন্যদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসে। ভাঙা বাড়ির মধ্যে থেকেও তাঁর মনের অদম্য শক্তি ইচ্ছে আর হাসি মুখ এটাই জয় করেছে, এবারে তার বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী হয়ে জিতে আসার মূল চাবিকাঠি।

পদ্মফুলের চাষ বাড়িয়ে আর্থিক ও পরিবেশ উন্নয়নে জোর বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার পদ্মফুলের চাষ বাড়িয়ে আর্থিক ও পরিবেশ উন্নয়নে জোর বাঁকুড়ায়। জেলায় বিজেপির দাপটে তৃণমূল-সহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন। জেলাবাসীদের সেই আবেগ কাজে লাগিয়ে জলাশয়গুলি সংস্কার করে পদ্মফুলের চাষ বাড়াতে জোর দিল পরিবেশবাদীরা। রবিবার জেলার জঙ্গলমহল ও শিল্পাঞ্চল এলাকায় দু'টি এনিয়ে দুটি কর্মশালা ও প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়ে ছিল। পরিবেশবাদীদের বক্তব্য, একসময় জেলার জলাশয়গুলি মাছ ও পদ্ম চাষের জন্য নিয়মিত সংস্কার করে বৃষ্টির জল ধরে রাখার রেওয়াজ ছিল। জলাশয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ায় সেগুলো মজে যাচ্ছে। এতে পদ্ম চাষ ব্যাপক হারে কমে গেছে।

মল্লরাজাদের বাঁধগুলি তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তার ওপর চুরি হয়ে যাওয়ার জন্য মাছ চাষ অনেকটা কমে গেছে। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস জেলাবাসীদের জলাশয়গুলি সংস্কার করে বৃষ্টির জল ধরে পদ্ম গাছ লাগিয়ে মাছ চাষে জোর দিয়েছে। এবিষয়ে জেলাবাসীদের উৎসাহিত ও সচেতন করতে কর্মশালা ও প্রচারে নেমেছে। ইতিমধ্যেই জেলার বেশ কিছু জায়গায় এভাবে তৈরি জলাশয়গুলি পদ্ম ও মাছে ভরে উঠেছে। এই নির্বাচনে প্রচুর ফুল বিক্রি হয়েছে। এই সংস্থার সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝরনা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, জলাশয়ের প্রতি মানুষের টান ফিরিয়ে আনতে তারা এই উদ্যোগ নিয়েছে। জলাশয় সংস্কার করে বৃষ্টির জল ধরে কাজে লাগানো। পাশাপাশি মাছ ও পদ্ম চাষে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। জলাশয় সংস্কার করে বৃষ্টি জল ধরে রাখলে পরিবেশ,কৃষি, মাছচাষ বাড়বে। জল সঙ্কট মিটবে এবং এলাকা সবুজ হবে।তাদের বক্তব্য পদ্ম ভারতের জাতীয় ফুল। কেন্দ্র ও রাজ্য শাসক দলের প্রতিক। পদ্মকে 'ফ্লাওয়ারস অফ গডেস' বা দেবতাদের ফুল বলা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি,লোকাচার ও বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে জড়িত। দুর্গা, কালী, জগৎধাত্রী, মহাদেব ও মনসা সহ প্রায় সব দেবদেবী পূজায় পদ্ম নিবেদন করা হয়। বিষ্ণু সহ বিভিন্ন দেবদেবীর হাতে পদ্ম দেখা যায়।

তাছাড়া ১০৮ পদ্মের কাহিনী সকলের জানা। পদ্ম পবিত্র ফুল। তাই পদ্ম চাষ করলে সার্বিক উন্নয়ন হয়ে থাকে। নাটক সহপরিচালক একতা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এবারের নির্বাচনে জেলায় ব্যাপক হারে পদ্ম ফুল বিক্রি হয়েঝে। প্রচারের সময় বিজেপি প্রার্থীদের কোথাও একটি আবার কোথাও ২৬টি পদ্ম ফুল দিয়ে বরণ করতে দেখা গেছে গ্রামবাসীদের। তার বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরে একাজ করে চলেছে।

তরুপুর, মাচাতোড়া ও সিমলাপাল এলাকার বিজেপি নেতা পিনাকী রঞ্জন মহান্তি জানান যে তিনিও চান পদ্ম চাষের প্রসার ঘটুক জেলায়। এই আলোচনায় তিনি অংশ নিয়ে ছিলেন। অসংখ্য শিল্পী এনিয়ে গান ও নাটকে মন কাড়ানো প্রচার চালাচ্ছে। একই কথা বলেন, আমরাল, বিড়রা ও অযোধ্যা এলাকার বিজেপি কর্মী গৌতম কর্মকার, সত্য বিশ্বাস ও প্রনব নন্দী।

বিদেশের বাজারে রপ্তানি বাড়াতে বিশেষ পদ্ধতিতে আম চাষ মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিদেশের বাজারে রপ্তানি বাড়াতে বিশেষ পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু হয়েছে মালদায়। একপ্রকার কাগজের ঠোঙ্গা আকৃতিতে গাছের ফলিত আমকে মুড়িয়ে রেখেই চলছে এই পরিচর্যা। ইতিমধ্যে উদ্যানপালন দপ্তর কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা থেকে এশিয়া বিভিন্ন দেশেই আমের রপ্তানি বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। বুধবার আম রপ্তানির ক্ষেত্রে মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, 'এই জেলার অর্থকরি ফল হচ্ছে আম। দেশজুড়ে মালদায় আমের সুনাম রয়েছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার সমস্যা থাকাই আমের ফলনে মার

খাচ্ছে। বিদেশের বাজার ধরা থেকে শুরু করে আমের ফলনে প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম উদ্যোগ নেবে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি মালদায় আম শিল্পের প্যাকেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণও করা হবে। এতে করে খুব সহজেই বিদেশের বাজার ধরার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকবে না।' উদ্যানপালন দপ্তরের মালদার উপঅধিকর্তা সামন্ত লায়েক বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে মালদার আম আগেও রপ্তানি হয়েছে। কিন্তু গত বছর স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ভুটান, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী-সহ মোট পাঁচটি দেশে ১৫ মেট্রিক টন রপ্তানি করা হয়েছিল। আমরা খুশি, মালদার আম ওই দেশগুলির ক্রেতারা সাদরে গ্রহণ করেছেন। এবার ওই দেশগুলি থেকে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ মেট্রিক টন মালদার আম সরবরাহের বরাত মিলেছে। আন্তর্জাতিক রপ্তানিকারকরা বিষয়টি নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন। জুন মাসের মাঝামাঝি এই রপ্তানির প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।' সামন্ত লায়েক আরও বলেন, 'মালদার প্রায় ৬০ থেকে ৭৫ হেক্টর আমবাগানকে রপ্তানির লক্ষ্যে আম উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। সিআইএসএইচ কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করছেন। আমচাষিদের সঙ্গে আমরা বৈঠক করেছি। যে বাগানগুলির আম রপ্তানির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে সেই সব বাগানে ইতিমধ্যেই উৎপন্ন হওয়া আমগুলিকে বিশেষ ধরণের কাগজের মোড়কে ঢেকে ফেলা হয়েছে। রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে না। আমরা আশাবাদী আগামী বছর থেকে এই দেশগুলিতে আম রপ্তানির পরিমাণ আরও কয়েক গুণ বাড়বে।' মালদা ম্যাঙ্গো মারচেন্টস' অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'বিদেশে আম রপ্তানির ক্ষেত্রে উদ্যান পালন দপ্তর এবং সিআইএসএইচের যৌথ ভাবে উদ্যোগ নিলে দেশ-বিদেশ জুড়ে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে। আর এতে প্রচুর কর্মসংস্থান বাড়বে।'

২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুতের ঘোষণা

তামিল-ভূমে নতুন যুগের সূচনা, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বিজয়ের

চেন্নাই, ১০ মে: তামিল রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়ে গেল। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন টিভিকে প্রধান বিজয়। রবিবার সকালে চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিজয়। এছাড়াও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরাও শপথ নেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজয়ের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, এছাড়াও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রমুখ। টিভিকে প্রধান সি জোসেফ বিজয়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকের। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন টিভিকে নেতা এন আনন্দ, আধব অর্জুন, ডক্টর কেজি অরুণরাজ, কেএ সেঙ্গোত্তাইয়ান, পি ভেঙ্কটরামানন, আর নির্মলকুমার, রাজমোহন, ডঃ টি কে প্রভু এবং সেলভি এস কীর্তনা প্রমুখ। তামিল ভাষায় শপথ নেন তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। হাততালিতে ফেটে পড়ে স্টেডিয়াম। মঞ্চে বিজয়ের পাশেই বসেন রাহুল গান্ধি। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই বিজয় ঘোষণা করলেন, তামিলনাড়ুবাসী ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাবেন বিনামূল্যে। মাদক রুখতে কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন তিনি। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও দিয়েছেন আশ্বাস।

শপথ গ্রহণের পরে প্রথম বার ভাষণ দেন বিজয়। বিজয় বলেন, 'এই আবেগঘন মুহূর্তে কীভাবে শুরু করব বা কী বলব, তা আমি জানি না। আমি কোনও রাজপুত্রের পরিবার থেকে আসিনি। আমি আপনাদের মধ্য থেকেই এসেছি, আপনাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতো, আপনাদের ভাইয়ের মতো। আপনারা আমাকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন এবং চলচ্চিত্র জগতে আমাকে একটি দারুণ জায়গা দিয়েছেন।' বিজয় বলেন, 'আপনারা সবাই আমরা আপনার সঙ্গে আছি বলে আমাকে রাজনীতিতে আসতে বলেছিলেন, আর এখন আপনারাই আমাকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন। আমার প্রতিটি কষ্ট ও বাধাকে আপনারা নিজেদের বলে মনে করেছেন এবং এই পুরো যাত্রাপথে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমি ঈশ্বরের কোনও দূত নই। আমি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র। কিন্তু যখন মানুষ আমার পাশে দাঁড়ায়, আমি বিশ্বাস করি, আমরা যে কোনও কিছু অর্জন করতে পারি এবং সামনে আসা প্রতিটি চ্যালেঞ্জ একসাথে মোকাবিলা করতে পারি।'

মুখ্যমন্ত্রী বিজয় আরও বলেন, 'তামিলনাড়ু প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝায় জর্জরিত। প্রশাসনে প্রবেশ করার পরেই প্রকৃত পরিস্থিতি এবং আমাদের সামনে থাকা প্রতিবন্ধকতাগুলি বোঝা সম্ভব। কিন্তু আমি সততা ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তামিলনাড়ুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি এই রাজ্যের প্রত্যেক নারীকে আশ্বাস দিচ্ছি, তাঁদের নিরাপত্তাই হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং নারীদের লক্ষ্য করে সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের পরিত্যাগ করা হবে না। আমরা তাঁদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য কাজ করব এবং একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলব। আমি তামিলনাড়ুর জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি জনগণের একটি টাকাও অপব্যবহার করব না। আমি সম্পদের জন্য রাজনীতিতে আসিনি এবং আপনারা সবাই তা খুব ভালো করেই জানেন। আমি কখনও দুর্নীতি বরদাস্ত করব না বা কাউকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দেব না। এই সরকার জনগণের হবে এবং আমরা একসঙ্গে একটি শক্তিশালী ও উন্নত তামিলনাড়ু গড়ে তুলব।'

বিজয় বলেন, 'যখন কোটি কোটি মানুষ আমার পাশে দাঁড়ায়, তখন আমার হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাস জন্মায় যে, সামনে যা-ই আসুক না কেন, আমরা একসঙ্গে তার মোকাবিলা করতে পারব। এখন আমাদের তামিলনাড়ু সরকার যে অবস্থায় রয়েছে, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। গত সরকার ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ করে ক্ষমতা ছেড়েছে। তারা ক্ষমতা ছাড়ার আগেই রাজকোষ সম্পূর্ণ খালি হয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতেই আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। সব কিছু পর্যালোচনা করার পর, আমি জনগণের কাছে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে চাই। আমি চাই আমার সরকার একটি স্বচ্ছ সরকার হোক। এটাই আমার সর্বপ্রথম কাজ। তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে, যদি আমার কারও সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়, আমি তা গোপনে বা রুদ্ধদ্বার কক্ষে করব না। আমি যা কিছু করব, তা খোলাখুলি এবং স্বচ্ছভাবে করব। আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি আমাকে কিছুটা সময় দিন। আমি আমার দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে পূরণ করব এবং আন্তরিকভাবে সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। এটা আপনাদের সরকার। ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়ের নতুন অধ্যায় এখন থেকে শুরু হল।' উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সচিবালয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিজয়।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজয়। তিনি তিরুচিরাপল্লি পূর্ব বিধানসভা আসন থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এবং পেরাম্বুর আসনের বিধায়ক হিসেবে তিনি থাকছেন। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তিনি দু'টি কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বিধানসভার একটি আসন ছাড়ার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন বিজয়। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি তিরুচিরাপল্লি পূর্ব আসন থেকে ইস্তফাপত্র বিধানসভার প্রধান সচিব কে শ্রীনিবাসনের কাছে পাঠিয়েছেন। মন্ত্রী কে এ সেঙ্গোত্তাইয়ান এবং পি ভেঙ্কটরামনের মাধ্যমে সেই পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া হয়। এদিকে, দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে দুই বিশেষ সচিব নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন বিজয়। সিনিয়র আইএএস আধিকারিক পি সেথিল কুমার এবং জি লক্ষ্মী প্রিয়াকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। প্রায় ৬০ বছর পর ডিএমকে ও এআইএডিএমকে-র বাইরে অন্য কোনও দল রাজ্যে ক্ষমতায় এল। নতুন সরকারকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে। সমর্থকদের দাবি, চলচ্চিত্র জগৎ থেকে উঠে আসা বিজয় তামিলনাড়ুতে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারেন।

বিজয়কে শুভেচ্ছা মোদী-রাহুলের

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১০ মে: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়কে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের শপথের পরই এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করায় থিরু সি জোসেফ বিজয়কে অভিনন্দন। তাঁর আসন্ন কার্যকালের জন্য শুভকামনা রইল। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ু সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে।'

তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও। রবিবার এক্স মাধ্যমে রাহুল জানান, 'তামিলনাড়ু বেছে নিয়েছে। এক নতুন প্রজন্ম। এক নতুন কণ্ঠস্বর। এক নতুন কল্পনা। থিরু বিজয়ের জন্য আমার শুভকামনা রইল- তিনি যেন তামিলনাড়ুর মানুষের আশা পূরণ করতে পারেন।'

কংগ্রেস শুধু বিশ্বাসঘাতকতা করতেই জানে: নরেন্দ্র মোদী

বেঙ্গালুরু, ১০ মে: রবিবার সকালে বেঙ্গালুরুর মাটিতে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, কংগ্রেস শুধু বিশ্বাসঘাতকতা করতেই জানে। বেঙ্গলুরুতে আয়োজিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'কংগ্রেস নিজেরাই মিথ্যাবাদী, আর ওদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোও মিথ্যা। কংগ্রেসের ক্ষমতার বইয়ে সুশাসনের কোনও অধ্যায়ই নেই। এখানে কর্নাটকেও, গত ৩ বছর ধরে আমরা ঠিক এটাই দেখে আসছি। এখানকার সরকার জনগণের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তার বেশিরভাগ সময় অভ্যন্তরীণ কোন্দল মেটাতেই ব্যয় করে। এই মুখ্যমন্ত্রী কতদিন থাকবেন, সেটাও ঠিক করা যায় না। অন্যজন সুযোগ পাবে কি না, সেটাও ঠিক করা যায় না।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'কংগ্রেস দলের পরিচয় এখন একটি পরজীবী দলের হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই, প্রথম সুযোগেই এটি নিজের সঙ্গীদেরও বিশ্বাসঘাতকতা করে। একারণেই বলা হয়, এমন কোনও সঙ্গী নেই যাকে কংগ্রেস ঠকায়নি।' মোদী যোগ করেছেন, 'এই মুহূর্তে তামিলনাড়ুর দিকেই তাকান; বিগত ২৫-৩০ বছর ধরে কংগ্রেস দলের সঙ্গে ডিএমকের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ডিএমকের সঙ্গে এই জোট কংগ্রেসকে বারবার সংকট থেকে উদ্ধার করেছে। ২০১৪ সালের আগে, কেন্দ্রে তাদের যে ১০ বছরের সরকার ছিল, তা কেবল ডিএমকের কারণেই টিকে ছিল। কিন্তু সেই ডিএমকে, যার সঙ্গে কংগ্রেসের ২৫-৩০ বছর ধরে জীবন-মরণের বন্ধন ছিল, সেই ডিএমকে, যারা কংগ্রেসের মঙ্গলের জন্য প্রতি মুহূর্তে কাজ করেছে, কিন্তু ক্ষমতার খেলা যেই মাত্র অন্য দিকে মোড় নিল, ক্ষমতালোভী কংগ্রেস ক্ষমতার লোভে প্রথম সুযোগেই ডিএমকের পিঠে ছুরি মারল।'

কংগ্রেসের দুর্দশার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'কংগ্রেসের দিকে তাকান। যে দলটি ৪০ বছর আগে ৪০০-র বেশি আসন জিতেছিল, তারা গত তিনটি নির্বাচনে নিজেদের সম্মিলিত সংখ্যা দিয়েও ১০০-র গণ্ডি পেরোতে পারেনি। কিন্তু কংগ্রেস ও তার মিত্রদের ঔদ্ধত্য এতটাই বেশি যে, তারা নিজেদের পরাজয়ের জন্য গোটা বিশ্বকেও দোষারোপ করছে। সংবিধান, গণতন্ত্র, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, এমনকী আদালতের প্রতিও ঘৃণা। আমার জনজীবনে কোনও মূলধারার দলকে এমন আচরণ করতে দেখিনি। কংগ্রেস হতাশার এতটাই গভীরে ডুবে গেছে যে, গালিগালাজ আর কুরুচিপূর্ণ ভাষা ছাড়া তাদের আর কোনও কর্মসূচিই অবশিষ্ট নেই।'

গ্রেট নিকোবর প্রকল্পে পরিবেশের ছাড়পত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রমেশ

নয়াদিল্লি, ১০ মে: গ্রেট নিকোবর দ্বীপ উন্নয়ন প্রকল্পকে ঘিরে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল কংগ্রেস। পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে চিঠি লিখেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। তাঁর অভিযোগ, অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই প্রকল্পকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে নিজের চিঠি প্রকাশ করে জয়রাম রমেশ জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত 'গ্রেট নিকোবর প্রজেক্ট এফএকিউ'-তে যে দাবি করা হয়েছে, তা পরিবেশ মন্ত্রকের সরকারি নথি ও বিভিন্ন গবেষণার সঙ্গে মিলছে না। তাঁর বক্তব্য, প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি।

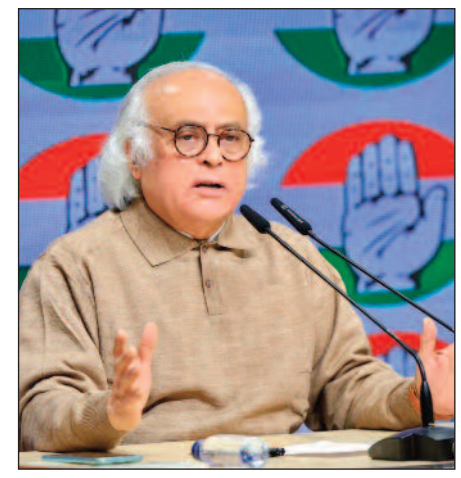

জয়রাম রমেশ দাবি করেন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই ধরনের বন্দর প্রকল্পের জন্য বিস্তৃত পরিবেশগত সমীক্ষা বাধ্যতামূলক। কিন্তু গ্রেট নিকোবরের মতো সংবেদনশীল জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকায় মাত্র এক মরসুমের তথ্যের উপর ভিত্তি করে সমীক্ষা চালানো হয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের পরিপন্থী। তিনি জানান, ২০২২ সালের মার্চে জমা পড়া চূড়ান্ত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে। জীববৈচিত্র্য সমীক্ষাও মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর মতে, এত স্বল্প সময়ের গবেষণায় কোনও এলাকার প্রকৃত পরিবেশগত অবস্থা বোঝা সম্ভব নয়। জয়রাম আরও অভিযোগ করেন, রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে ঘন জঙ্গলের কারণে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা সম্ভব হয়নি। এমনকী রিপোর্টে এটাও বলা হয়েছে যে, এখনও বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অজানা রয়ে গেছে। তাঁর দাবি, এই মন্তব্যই প্রমাণ করে সমীক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল।

কংগ্রেস নেতা বলেন, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার ২০২১ সালের মানচিত্রে গ্যালাথিয়া উপসাগরকে ক্ষয়প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এত সংবেদনশীল এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী ও বিস্তারিত পরিবেশ সমীক্ষা জরুরি ছিল বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনালের ২০২৩ সালের নির্দেশের উল্লেখ করে বলেন, ট্রাইব্যুনাল পরিবেশ ছাড়পত্রে 'অমীমাংসিত ত্রুটি'র কথা উল্লেখ করেছিল এবং পুনর্মূল্যায়নের জন্য উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটির রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন জয়রাম।

জয়রাম রমেশের বক্তব্য, গ্রেট নিকোবরের বিরল জীববৈচিত্র্য ও প্রাচীন বনভূমি ধ্বংস হলে তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। কৃত্রিম বনসৃজন কখনও প্রাকৃতিক অরণ্যের বিকল্প হতে পারে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, দেশের কৌশলগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিবেশ ধ্বংস করা আবশ্যক নয়। শেষে তিনি প্রকল্পের বর্তমান রূপরেখা, পরিবেশ ছাড়পত্র প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত সমীক্ষার পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন।

অরোরার গ্রেপ্তারিতে তপ্ত পঞ্জাব

চণ্ডীগড়, ১০ মে: পঞ্জাবের শিল্পমন্ত্রী সঞ্জীব অরোরার গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পঞ্জাবের রাজনীতি। রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয় আম আদমি পার্টির কর্মী-সমর্থকরা। একাধিক জায়গায় বিজেপি ও আপ কর্মীদের মুখোমুখি অবস্থানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। বিশেষ করে লুধিয়ানা ও ভাটিন্ডায় পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। লুধিয়ানায় বিজেপি কার্যালয়ের সামনে সঞ্জীব অরোরার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল আপ। তাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সময় বিজেপি কর্মীরাও সেখানে পৌঁছলে দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এক বিজেপি কর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে বহু মহিলা কর্মীও উপস্থিত ছিলেন। লুধিয়ানার গিল রোড এলাকার দানা মাণ্ডিতে বিজেপির কুশপুত্তলিকাও পোড়ান আপ কর্মীরা। আপের লুধিয়ানা শহর সভাপতি যতিন্দর খঙ্গুরার দাবি, সঞ্জীব অরোরার গ্রেপ্তারি বেআইনি এবং এটি গণতন্ত্রের উপর আঘাত।

ভাটিন্ডাতেও বিজেপি কার্যালয়ের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়। সেখানে বিজেপি কর্মীরা শিল্পমন্ত্রী সঞ্জীব অরোরা এবং মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। পরে আপ কর্মীরাও সেখানে পৌঁছলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ মানবশৃঙ্খল তৈরি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জলন্ধর, হোশিয়ারপুর, মোহালি ও বরনালা-সহ আরও কয়েকটি জেলাতেও আপ কর্মীরা বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান এবং কেন্দ্র সরকারের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

উল্লেখ্য, প্রায় ১০০ কোটি টাকার জিএসটি দুর্নীতি এবং অর্থ তছরুপ মামলায় শনিবার পঞ্জাবের শিল্পমন্ত্রী সঞ্জীব অরোরাকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এরপর থেকেই পঞ্জাবের রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর তীব্র হয়েছে। হ্যাম্পটন স্কাই রিয়েলটি লিমিটেড-সংক্রান্ত অর্থ পাচার মামলায় ধৃত সঞ্জীব অরোরাকে ৭ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে গুরুগ্রামের একটি আদালত। যদিও ইডি ১০ দিনের হেপাজত চেয়েছিল। আগামী ১৬ মে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

দ্বিতীয় মেয়াদেও হিমন্তই

গুয়াহাটি, ১০ মে: অসমে প্রত্যাশামতো ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মাই দ্বিতীয় মেয়াদের এনডিএ-র বিধায়ক দলের নেতা মনোনীত হয়েছেন। ঘোষণা করেছেন জাতীয় পর্যবেক্ষক জেপি নাড্ডা। আগামী ১২ মে গুয়াহাটির খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের মাঠে বহু লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করবেন ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক জনতার সঙ্গে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি ও এনডিএ-শাসিত ২১টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ।

রবিবার বিজেপির প্রদেশ সদর দপ্তর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং এনডিএ-র শরিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ), বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ), রাভা-হাসং যৌথ মঞ্চ, সম্মিলিত গণ শক্তি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে নির্বাচিত ১০২ জন বিধায়ক ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য বিধায়ক দলের নেতা মনোনীত করেছেন।

আত্মঘাতী হামলায় ফের রক্তাক্ত পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১০ মে: আত্মঘাতী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল পাকিস্তান। বান্নু চেকপয়েন্টে আত্মঘাতী হামলায় ২১ জন পুলিশ মারা গিয়েছেন ও ৩ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, আফগানিস্তান লাগোয়া উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের একটি পুলিশ ফাঁড়িতে গাড়ি বোমা হামলা ও তার পরবর্তী তীব্র গোলাগুলিতে অন্তত ২১ জন পুলিশ আধিকারিক নিহত হয়েছেন। শনিবার গভীর রাতে আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বান্নু জেলায় এই হামলার দায় স্বীকার করেছে ইত্তেহাদ-উল-মুজাহিদিন পাকিস্তান নামে পরিচিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর একটি জোট।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ যোগী সরকারের

লখনউ, ১০ মে: আচমকাই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরকারের। রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার লখনউয়ের লোক ভবনে রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ভূপেন্দ্র সিং, মনোজ কুমার পাণ্ডে।

এছাড়াও বিজেপি নেতা অজিত পাল, সোমেন্দ্র তোমর, কৃষ্ণ পাসোয়ান, কৈলাস সিং রাজপুত, সুরেন্দ্র দিলের এবং হংসরাজ বিশ্বকর্মা উত্তরপ্রদেশ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী অরুণ কুমার সাক্সেনা বলেন, 'আমাদের সরকার ভালো কাজ করছে। সম্প্রসারণ হচ্ছে এবং এরপর আমাদের সরকার আরও ভালো কাজ করবে।'

ময়দান

রায়পুরে রাজ ক্রুনালের! টেবিল টপার আরসিবি, শেষ চারের আশা শেষ মুম্বইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সহজ ম্যাচকে কঠিন করে শেষ পর্যন্ত দারুণ নাটকীয় জয় তুলে নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ২ উইকেটে হারিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে উঠে এল তারা। এই জয়ে প্লে-অফের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে, এই হার মুম্বইয়ের শেষ চারের আশা কার্যত শেষ করে দিল। ম্যাচের নায়ক দু'জন; ভুবনেশ্বর কুমার এবং ক্রুণাল পাণ্ডিয়া। রায়পুরের উইকেটে শুরু থেকেই বোলারদের জন্য সাহায্য ছিল। টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক রজত পাতিদার। সেই সিদ্ধান্ত যে একেবারে সঠিক ছিল, তা প্রমাণ করে দেন ভুবনেশ্বর কুমার। নিজের অভিজ্ঞতা এবং দুর্দান্ত সুইং বোলিং দিয়ে শুরু থেকেই চাপে ফেলে দেন মুম্বইকে। দ্বিতীয় ওভারেই ফেরান রায়ান রিকেলটনকে। এরপর রোহিত শর্মা ভালো শুরু করেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ভুবির বলে আউট হন তিনি। ঠিক পরের বলেই ফিরে যান সূর্যকুমার যাদবও। দু'জনকেই প্রায় একই ধরনের ডেলিভারিতে সাজঘরে পাঠান ভুবনেশ্বর।

চাপের মুখে পড়ে গেলেও মুম্বইকে টেনে তোলেন তিলক বর্মা ও নমন ধীর। দু'জনে মিলে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে ম্যাচে ফেরান দলকে। নমন ৪৭ রান করে আউট হন, আর তিলক করেন ৫৭ রান। কিন্তু শেষ দিকে আবারও ভুবনেশ্বর আঘাত হানেন। ফলে বড় রান তুলতে পারেনি মুম্বই। নির্ধারিত ২০ ওভারে তাদের ইনিংস থামে ১৬৬ রানে। ভুবনেশ্বর একাই নেন ৪ উইকেট। এছাড়া হ্যাজেলউড, রশিখ সালাম ও রোমারিও শেফার্ড একটি করে উইকেট পান। ১৬৭ রানের লক্ষ্য খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা খায় বেঙ্গালুরু। দীপক চাহারের প্রথম বলেই আউট হন বিরাট কোহলি। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে শূন্য রানে ফিরলেন তিনি। এরপর দেবদত্ত পাড়িক্কল ও রজত পাতিদারও দ্রুত ফিরে যান। মাঝের দিকে জ্যাকব বেথেল ধীরগতির ইনিংস খেলায় চাপ আরও বাড়ে। জিতেশ শর্মা ও টিম ডেভিডও বড় রান করতে পারেননি। করবিন বশ দুর্দান্ত বোলিং করে চারটি উইকেট তুলে নেন।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে একাই লড়াই চালিয়ে যান ক্রুণাল পাণ্ডিয়া। শুরুতে একটু সময় নিলেও পরে একের পর এক চার-ছক্কায় ম্যাচের রং বদলে দেন। চোট পেয়েও লড়াই থামাননি তিনি। একটা সময় প্রায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে ব্যাট করছিলেন, তবু মুম্বই বোলারদের উপর চাপ তৈরি করেন। ৪৬ বলে ৭৩ রানের অসাধারণ ইনিংসে বেঙ্গালুরুকে জয়ের খুব কাছে পৌঁছে দেন। শেষ ওভার ছিল পুরো ম্যাচের সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্ত। ওয়াইড, নো বল, উইকেট; সবকিছু মিলিয়ে উত্তেজনা চরমে ওঠে। শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান। রান আউটের সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত বেঁচে যান রশিখ সালাম। আর তাতেই ২ উইকেটের অবিশ্বাস্য জয় নিশ্চিত করে বেঙ্গালুরু।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য
সোমবার • ১১ মে ২০২৬ • পেজ ৮

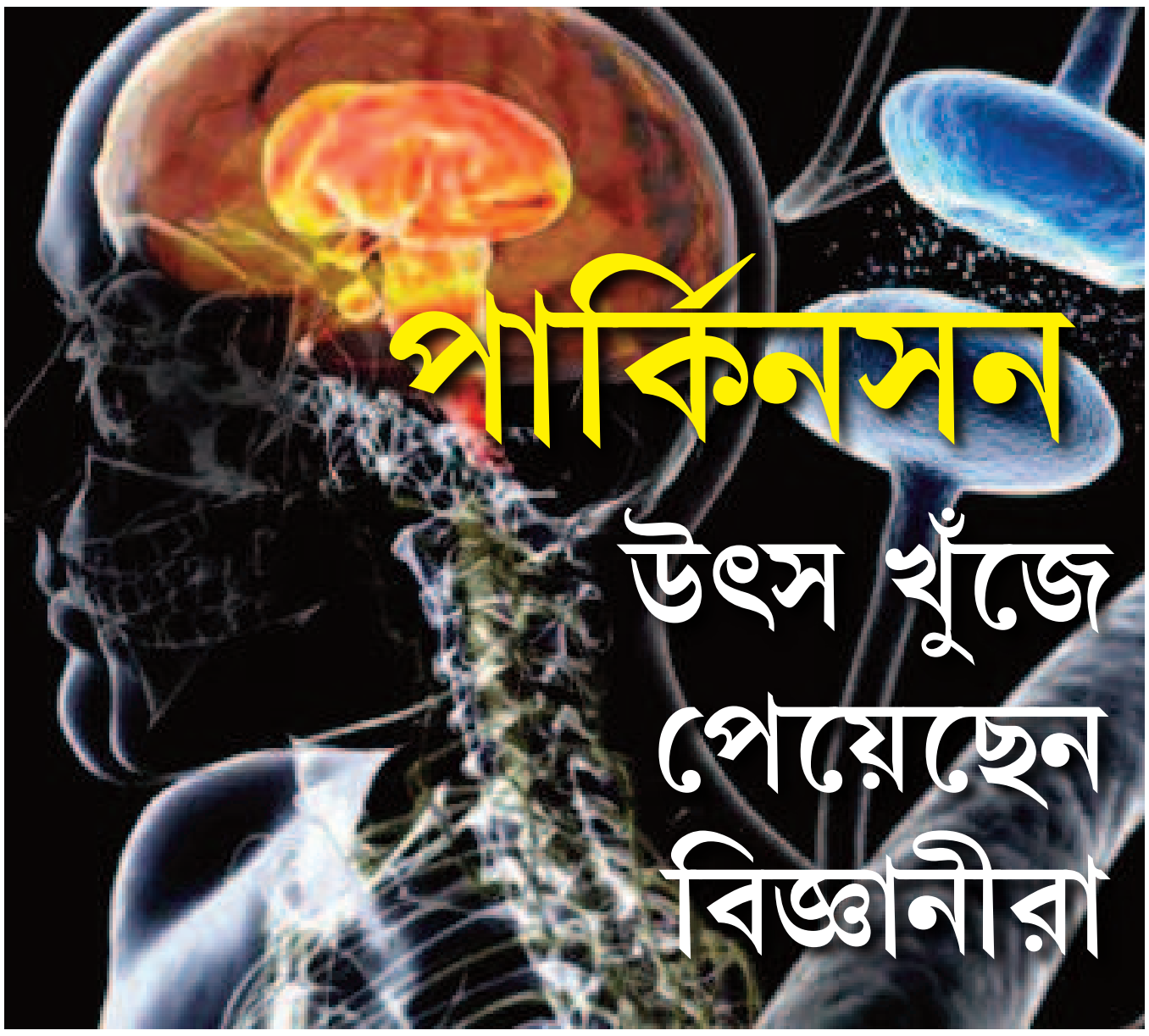

পার্কিনসন উৎস খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

পার্কিনসন একটি প্রগতিশীল স্নায়বিক ও অবক্ষয়জনিত রোগ । সারা বিশ্বে ১ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। আমাদের দেশে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এই মুহূর্তে দেড় লক্ষের কাছাকাছি। মানব মস্তিষ্কের 'সাবস্ট্যান্টিয়া নাইগ্রা' (Substantia nigra) অংশে নার্ভ কোষ বা নিউরনের মৃত্যু হলে, শরীরের মুভমেন্ট বা নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক 'ডোপামিন'-এর উৎপাদন কমে যায়। ডোপামিন হল মানব মস্তিষ্কের একটি রাসায়নিক যেটি আমাদের পেশী এবং নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যক একটি উপাদান।

সাধারণত ৬০ বা তার বেশি বয়সের মানুষজনের মধ্যেই পার্কিনসন রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। তবে, তথ্য অনুযায়ী পার্কিনসন আক্রান্ত ১০ জনের মধ্যে ১ জন থাকেন যার বয়স ৪৫ বছরের কম। সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে তরুণদের মধ্যে পার্কিনসন রোগের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই রোগের লক্ষণগুলি সাধারণত বছরের পর বছর ধরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। রোগের বৈচিত্র্যের কারণেই লক্ষণগুলির অগ্রগতি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে আলাদা হতে পারে।

পার্কিনসনের সাধারণ লক্ষণগুলি হল ক্লান্তি, কাঁপুনি, নড়াচড়ায় অসুবিধা, ঘুমের সমস্যা এবং চিন্তাভাবনা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস। পার্কিনসন রোগ এমন একটি অবস্থা তৈরি করে যেটি মূলত রোগীর নড়াচড়া ও মেজাজকে প্রভাবিত করে এবং সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপ করে তোলে।

পার্কিনসন রোগ ঠিক কি কারনে হয় বিজ্ঞানীদের কাছে সেটি আজও অজানা। জিনগত এবং পরিবেশগত কারণগুলিকে সামনে রেখেই এই রোগের চিকিৎসা শুরু হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পার্কিনসন রোগীদের প্রায় ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে জেনেটিক কারণ থাকে, বিশেষ করে জ্রট্টট্ঠ্ঝ২ জিনের মিউটেশন এই রোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

পার্কিনসন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করার চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ থেরাপি এবং মস্তিষ্কে উদ্দীপনা তৈরির মতো প্রচলিত ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন চিকিৎসা পদ্ধতি এই রোগের লক্ষণগুলি কমাতে সাহায্য করে , কিন্তু রোগের অবনতি থামাতে পারে না বা এই রোগ নিরাময় করতে পারে না।

কিছুদিন আগে সুইডেনের লান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দাবি করছিলেন পার্কিনসন আক্রান্ত হওয়ার কারণে মানব মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হয়, তা সারিয়ে তুলতে 'স্টেম সেল' ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা ইঁদুরের ওপর এই সংক্রান্ত একটি গবেষণাও পরিচালনা করেন। লান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিজেনারেটিভ নিউরোবায়োলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মালিন পারমার বলেন, পার্কিনসন্স রোগের পরীক্ষামূলক চিকিৎসায় স্টেম সেল প্রয়োগের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। পার্কিনসন ইউকে-এর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক আর্থার রোচও বলেন, সুইডেনের ওই গবেষণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি ভবিষ্যতে পার্কিনসন রোগের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারের ধরন কেমন হতে পারে, সে ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়।

এটি ছিল পার্কিনসন রোগ নিরাময় করার ক্ষেত্রে একটি নতুন পদক্ষেপ। কিন্তু, পার্কিনসন রোগ কেন হয় সেই বিষয়ে কোনো আলোকপাত এই গবেষণায় করা হয়নি।

অতি সম্প্রতি পার্কিনসন নিয়ে গবেষনার সাথে যুক্ত চীনের একটি নতুন মস্তিষ্কের নেটওয়ার্ক সংস্থা, চ্যাংপিং ল্যাবরেটরির একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা দল সেন্ট লুইসের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা করে পার্কিনসন রোগের কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলির উৎস হিসেবে মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

গবেষকদল সোমাটো-কগনিটিভ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (SCAN-স্ক্যান) নামে পরিচিত মানব মস্তিষ্কের একটি নেটওয়ার্কের উপর ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন (TMS) নামের একটি নন-ইনভেসিভ পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তারা দেখেছেন, পার্কিনসন রোগী মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিকে ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে উদ্দীপিত করার সময় তাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে ।রোগীদের অবস্থার উন্নতি অন্তত ২.৫ গুণ বেশি দ্রুত হয়েছে।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি 'নেচার'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে পার্কিনসন রোগটি মূলত এই বিশেষ নেটওয়ার্কের ত্রুটির সাথে যুক্ত।

গবেষণা দলের সহ লেখক তথা ওয়াশইউ মেডিসিনের নিউরোলজির অধ্যাপক ডেভিড এম. এবং ট্রেসি এস. হোল্টজম্যান বলেছেন, 'এই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে পার্কিনসন একটি সোমাটো-কগনিটিভ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক বা স্ক্যানের রোগ। গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে আপনি যদি ব্যক্তিগত ভাবে এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 'স্ক্যান' লক্ষ্য করেন তবে আপনি পার্কিনসনকে আগের চেয়ে আরও সফলভাবে চিকিৎসা করতে পারবেন।'

সোমাটো-কগনিটিভ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক বা স্ক্যান হল মস্তিষ্কের মোটর কর্টেক্সে অবস্থিত একটি নব-আবিষ্কৃত নেটওয়ার্ক, যা শারীরিক নড়াচড়া, মানসিক পরিকল্পনা এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ অবস্থার, যেমন- হৃদস্পন্দন, ব্যথা ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের গবেষক ডসেন বাখ এবং গর্ডন ২০২৩ সালেই এই নেটওয়ার্কের আবিষ্কার করেছিলেন। এই নেটওয়ার্ক মানুষের 'মন-শরীরের সংযোগ' ব্যাখ্যা করে।

নতুন এই গবেষণা প্রমাণ করেছে পার্কিনসনকে এখন কেবল একটি 'মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার' বা পেশি সঞ্চালনজনিত সমস্যা হিসেবে না দেখে একটি 'স্ক্যান ডিসঅর্ডার' হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে।

এই গবেষণায় গবেষক দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের ৮০০ জনেরও বেশি রোগীর মস্তিষ্কের ইমেজিং ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণায় পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত সেই সব ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া হয়েছিল যারা ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন , ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন, ফোকাসড আল্ট্রাসাউন্ড স্টিমুলেশন এবং ওষুধের মতো নন-ইনভেসিভ থেরাপি গ্রহণ করেছেন। এদের সাথে সুস্থ ও স্বাভাবিক কিছু মানুষকেও এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

গবেষকরা দেখেছেন যে পারকিনসন রোগটি স্ক্যান এবং সাবকর্টেক্সের মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী সংযোগ দ্বারা চিহ্নিত, যা মস্তিষ্কের আবেগ, স্মৃতি এবং মোটর নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত একটি অঞ্চল।

গবেষণায় দেখা গেছে, পার্কিনসন আক্রান্ত রোগীদের মস্তিষ্কে স্ক্যান-এর সাথে সাবকর্টেক্সের সংযোগ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় । এই অতিরিক্ত সংযোগই কাঁপুনির মতো শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি ঘুম, রক্তচাপ ও মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে।

গবেষকেরা প্রতিটি রোগীর মস্তিষ্কের স্ক্যান-এর সঠিক অবস্থান মানচিত্রের (Brain Mapping) মাধ্যমে খুঁজে বের করেছিলেন। এর ফলে সাধারণ থেরাপির বদলে নির্দিষ্ট স্থানে চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল, যা পার্কিনসনের কাঁপুনী কমাতে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন-এর রেডিওলজি বিভাগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং এই গবেষণার অন্যতম প্রধান গবেষক জুহং 'জে' লিউ বলেছেন, 'কয়েক দশক ধরে, পার্কিনসন রোগটি মূলত মোটর ঘাটতি এবং মস্তিষ্কের পেশীর নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণকারী অংশ বেসাল গ্যাংলিয়ার সাথে যুক্ত। আমাদের গবেষণা প্রমাণ করেছে এই রোগটি অনেক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক কর্মহীনতার মধ্যে নিহিত। স্ক্যান পার্কিনসন রোগের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির সাথে হাইপারকানেক্টেড বা অতি সক্রিয় ভাবে যুক্ত।'

এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন-এর গবেষকেরা এমন একটি নির্ভুল চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি করার চেষ্টা করছেন যেটি অস্ত্রোপচার ছাড়াই এবং নির্ভুলতার সাথে স্ক্যান লক্ষ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে । এখানে ট্রান্সক্র্যানিয়াল চৌম্বকীয় উদ্দীপনা ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটি মাথার ত্বকে স্থাপন করা একটি ডিভাইসের মাধ্যমে মস্তিষ্কে চৌম্বকীয় পালস সরবরাহ করবে।

সোমাটো-কগনিটিভ অ্যাকশন নেটওয়ার্ককে কেন্দ্র করে পার্কিনসন রোগের চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রোমাঞ্চকর গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই নতুন ধারাটি মূলত 'নিউরোপ্লাস্টিসিটি' এবং 'টার্গেটেড স্টিমুলেশন'-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

জুহং 'জে' লিউদের এই গবেষনা মূলত 'ব্যক্তিগতকৃত নিউরোমোডুলেশন' বা 'প্রিসিশন মেডিসিন'-এর দিকেই ধাবিত হচ্ছে। নতুন গবেষণায় চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে স্ক্যান-এর সংকেত দেখে কয়েক বছর আগেই পার্কিনসন রোগটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। যেহেতু এই নেটওয়ার্কটি রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দনের সাথেও যুক্ত, তাই এটি শরীরের প্রাথমিক পরিবর্তনগুলো আগেই ধরতে পারে।

নতুন এই আবিষ্কার পার্কিনসন চিকিৎসায় দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেল্থ (গ্গ্জ্জহ) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সংস্থারও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। Turing Medical এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ইতিমধ্যেই এই গবেষণাকে ল্যাবরেটরি থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য বড় আকারের ট্রায়াল শুরু করেছে, যাতে সাধারণ রোগীরাও এই প্রযুক্তির সুবিধা পেতে পারেন।

গবেষকদের আশা তাদের নতুন এই গবেষণা ভবিষ্যতে পার্কিনসন রোগের চিকিৎসায় আরও উন্নত ও নিরাপদ চিকিৎসার পথ প্রশস্ত করবে।

স্টেজ ৪ মেটাস্ট্যাটিক ক্যানসারে চিকিৎসার নতুন দিশা শুধু বেঁচে থাকা নয়, জীবনের মান উন্নত করাই লক্ষ্য

ডাঃ সঞ্চয়ন মণ্ডল

কনসালট্যান্ট মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট, এইচসিজি ক্যানসার হাসপাতাল, নিউ টাউন, কলকাতা

'অনকোলজির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি স্টেজ ৪ মেটাস্ট্যাটিক ক্যানসারের ক্ষেত্রেও কী কী সম্ভব, তা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে; যেখানে আগে চিকিৎসার লক্ষ্য মূলত উপসর্গ নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ, কম্বিনেশন থেরাপি;বিশেষ করে ইমিউনোথেরাপি এবং কেমোথেরাপির সমন্বিত ব্যবহার;উল্লেখযোগ্য ফলাফল দিচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসহ উদীয়মান বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে, এই পদ্ধতি শুধু রোগীর বেঁচে থাকার সময় বাড়াচ্ছে না, বরং দ্রুত এবং তাৎপর্যপূর্ণ উপসর্গ উপশমও দিচ্ছে। যেসব রোগীর টিউমারের মাত্রা বেশি এবং যারা প্রায়ই তীব্র ব্যথা ও নিম্নমানের জীবনযাত্রা নিয়ে আসেন, তাদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা দ্রুত টিউমার ছোট করতে, কষ্ট কমাতে এবং জীবনে স্বাভাবিকতার একটি স্তর ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছে;যা আগে কল্পনাতীত ছিল।

যা সত্যিই উৎসাহজনক, তা হল এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিগুলি এখন বাস্তব রোগীর অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হচ্ছে। আমরা দেখছি যে উন্নত পর্যায়ের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীরা, যেমন স্টেজ ৪ ফুসফুস বা মাথা ও গলার ক্যানসার, ধীরে ধীরে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সক্ষমতা এবং মর্যাদা ফিরে পাচ্ছেন। এমনই এক ক্ষেত্রে, স্টেজ ৪ ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত এক রোগী, যিনি একজন দক্ষ মাউথ অর্গান (ফ্লুট) বাদক, তার গুরুতর শারীরিক অবস্থার মধ্যেও আবার নিজের এই ভালোবাসার কাজটিতে ফিরতে পেরেছেন।

এটি ক্যানসার চিকিৎসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়;যেখানে লক্ষ্য শুধু জীবন বাড়ানো নয়, বরং সেই জীবন কীভাবে বেঁচে থাকা হচ্ছে, তা উন্নত করা। কম্বিনেশন থেরাপি একটি রূপান্তরমূলক ধারা হিসেবে উঠে আসছে, যা উন্নত পর্যায়ের রোগীদেরও রোগ নিয়ন্ত্রণ, কম ব্যথা এবং তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপে অর্থপূর্ণভাবে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।'

স্বাস্থ্য রক্ষায় পান্তাভাত

ডা শামসুল হক

পান্তাভাতের নাম শুনলে অনেকেই হয়তো ভ্রু কুঞ্চিত করে থাকেন। আর সেই ভাত খেতে অনেকে অনীহা প্রকাশও করে থাকেন । অনেকে আবার এমনও ভাব দেখান যেন সেই ভাত খেলে নষ্ট হয়ে যাবে তাঁর আভিজাত্যও। কিন্তু সেই বস্তুর মধ্যে যে লুকিয়ে আছে কি অসীম গুণাগুণ সেটা ভাবলে সত্যি সত্যিই ভীষণ অবাক হতে হয়।

তবে গ্রামগঞ্জে আছে এর অতিরিক্ত কদর। বিশেষ করে চাষী ও মজদুর মহলে এই খাবারের চাহিদা যে কি বিশাল সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন । আর গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহে তো কোন কথাই নেই । এমন অনেক মানুষের সন্ধান আবার পাওয়া গেছে যাদের কাছে সেইসময় জল ঢালা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাতটা যেন একেবারেই অমৃত সমান । তখন পোলাও কিংবা বিরিয়ানিও যেন হার মেনে যায় সেই সস্তার দেশীয় খাবারের কাছে ।

পান্তাভাত মোটামুটিভাবে খাওয়া হয় জলখাবার হিসাবেই । এর মধ্যে আছে নানান ধরণের পুষ্টিকর খনিজ পদার্থের সমাহার । আছে ক্যালসিয়াম, জিংক , ম্যাগনেসিয়াম , পটাশিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন-সি ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এইসব মূল্যবান পদার্থগুলো সাধারণ ভাতের থেকে পান্তাভাতে পাওয়া যায় অনেক বেশি পরিমাণেই । জলের সংস্পর্শে আসার কারণেই অবশ্য ঘটে তেমনটা । আর আমাদের শরীর আবার সেগুলোকে গ্রহণ করেও নিতে পারে অতি সহজেই ।

পান্তাভাতকে সাধারণত সংরক্ষণের কারণেই জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয় । আবার বহুক্ষণ তা জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে বলে বাতাস বা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে না । মূলতঃ জলের মধ্যেই ভাতগুলো ডুবন্ত অবস্থায় থাকে বলে ভাতের ফারমেন্টেশন বা গাঁজানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় আর তারপরেই ভেঙে যেতে থাকে ভাতের মধ্যে থাকা কার্বোহাইড্রেট এবং সেইসঙ্গেই ঘটে যায় ভাতের গুনাগুনের আমূল পরিবর্তনটাও । বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন , এই পন্তাভাতের মধ্যে উপস্থিত থাকা নানান উপাদান এবং পদার্থ সমূহের দৌলতেই মনুষ্য শরীরে আপনা আপনিভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে বিভিন্ন ধরণের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও। পাশাপাশি রক্তের মধ্যে বেড়ে যায় অক্সিজেনের মাত্রাও। ক্যালসিয়ামের আধিক্য হেতু দেহের হাড় বেশ মজবুত হয় ।

পান্তাভাতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম জন্মাতে পারে বলেই মানব দেহ যে এনজাইম নিঃসৃত করে তাও বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার ফলস্বরূপ পরিপাক ক্রিয়াটিও সুসম্পন্ন হয় অতি সহজেই । আর এর ফলেই আমাদের ক্ষুধা বাড়ে এবং দূর হয় কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের সমস্যাও ।

প্রয়োজনীয় বিটা - সিটোস্টেরন সহ আরও অনেক উন্নত মানের মেটালাইটস অতি সহজেই মেলে এই পান্তা মধ্যেই । আর তাদের দৌলতেই আপনা থেকেই বেড়ে যায় আমাদের শরীরের এনার্জিও । আবার সেইসঙ্গে কমে যায় দেহের কোলেস্টেরলের মাত্রাও । পান্তাভাতের এই বিশেষ গুণাগুণ যে মানবজীবনের কাছে কতখানি কল্যাণকর তা বলে বোঝানো সত্যিই সম্ভব নয় ।

পান্তাভাতের মধ্যে আছে ল্যাকটিক অ্যাসিডের মতো অতি উপকারী এক ব্যাকটেরিয়ার সমাহার। একজন মানুষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এর ভূমিকা সত্যিই বিশাল । আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে যে ক্লান্তির উদয় হয় তা অতি সহজেই দূর করতে পারে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড ।

এখনও পর্যন্ত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই খুঁজে পাওয়া যায় নি পান্তাভাতের মধ্যে । তবে এই পদ্ধতিতে ভাতের ফারমেনন্টেশন হয় বলে এর মধ্যে আপনা থেকেই তৈরী হয় একটা অ্যালকোহলিক উপাদান । ফলে এটা খাবার কিছুক্ষণ পরেই আসে একটা ঘুম ঘুম ভাব । সুতরাং পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ জল দিয়েই ভাত ভিজিয়ে রাখা দরকার। তা না হলে হতে পারে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও।

পান্তাভাত সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ঋতুতেই সংরক্ষিত করা হয় মানুষের নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদেই। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তো কোন কথাই নেই । মূলতঃ সেইসব এলাকার আবহাওয়া উত্তপ্ত থাকার কারণেই একটু অসতর্ক হলেই নষ্ট হয়ে যায় রান্না করা ভাত সহ অন্যান্য সব তরিতরকারীও। অন্যান্য খাবারের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও ভাতকে কিন্তু রক্ষা করা যায় একটু চেষ্টা করলেই । জলের মধ্যেই ডুবিয়ে রাখলে তা অতি নিশ্চিন্তেই সংরক্ষিত থাকতে পারে বেশ কয়েক ঘণ্টা অবধি । আর তাতে তার খাদ্যগুণ নষ্ট তো হয় ই না, শরীরের পক্ষে সেটা ভীষণ উপযোগীও।